সূচী পত্র।

যৌবনসখা।

·ঃ(০)ঃ·

বাগ্দেবী আরাধনা।

কবীন্দ্রজননি, মাতঃ! চিত্তবিনোদিনি,
আদি কবি, কাব্যরসেশ্বরি, তব পদে
করি গো প্রণতি করপুটে; হের দেবি
অবোধ সন্তানে, কৃপাচখে, দিব্যশক্তি
সঞ্চার হৃদয়ে, যার গুণে লঙ্ঘে গিরি
পঙ্গু অবহেলে, মাগো মূকে কথা কয়।
কবিত্ব রসের প্রস্রবণ তুমি, তব
প্রকৃতি মধুর; ও মা কবিকল্পলতে!
সৃজন, পালন, লীলা বিহার বিচিত্র
যুগে যুগে; যত কিছু রচনা তোমার,
গ্রথিত সকলি ছন্দোবন্ধে; সুরঞ্জিত
নব নব রসে; আহা! মরি কি সুন্দর।

অনন্ত যৌবনা সতী প্রকৃতি সুন্দরী,
রসময়ী, অরসিকে ভুলায় ইঙ্গিতে
রস দানে; নবভাবে, নবীন বিভবে।
যে দিকে যখন চাই, দেখি নব শোভা,
কবিত্বউচ্ছ্বাস, জড়ে গায় রসকাব্য।
দিবস যামিনী। করে ঝল মল নিত্য
নীল নভস্থলে, কত শশাঙ্ক তপন,
অগণ্য তারকারাজী; ভাসে যেন সবে
আনন্দ উৎসবরসে সুখে নিরবধি।
গগনপ্রাচীরে বিলম্বিত কাদম্বিনী
হাসে মৃদু, গলে পরি বিজলির মালা;
কখন মিশিয়া রবিকরে, ধরে পীত
লোহিত বরণ, আহা! কত শোভা তার।
পূর্ণ ইন্দু চলে যবে নাচিতে নাচিতে
নীলাম্বর পথে, পারিষদবৃন্দসঙ্গে,
স্মিত মুখে, কার মনে হয় না উল্লাস?
তুষারমণ্ডিত গিরি, সাগরোর্ম্মীমালা,
তাহে শশিছটা; বনরাজী, ফল ফুলে
শোভিত পাদপ লতা, সুরম্য তটিনী,
কলকণ্ঠ পিক, কীট পতঙ্গ নিচয়,
বিকচ পঙ্কজ কুমুদিনী, মা বরদে!

সকলি তোমার মহা কাব্যরস লীলা,
কবিত্ববিলাস এ জগতে। তাপত্রয়ে
বিমিশ্র এ বিশ্ব রঙ্গভূমি, পদ্য ভিন্ন
কিছুই জানে না; যথা তুমি পদ্যময়ী।
কভু বীররসে রচে গীতিকাব্য, ভীম
প্রভঞ্জনে, বীরছন্দ অমিত্র অক্ষরে;
কখন মাধুর্য্যরসে রচে চিত্রকাব্য,
কবিতাকদম্ব ফুলবনে, সুকুমার
শিশুর প্রফুল্ল মুখে। জনম মরণ
সুখ দুঃখ হাস্যামোদ ঘটনাতরঙ্গ
যত ভবার্ণবে, কিছু নহে গদ্য, সব
পদ্যময়; মা তোমার সৃষ্টি কবিকাব্য।
কেন তবে হায়! জড়বাদী, কেন বলে
"জ্ঞানের বিকাশে পদ্য বিলুপ্ত হইবে?"
প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন সূর্য্যে হেরি চন্দ্রমা কি
উঠে না গগনে? কে না জানে শশিপ্রভা
তপনকিরণ? গদ্য পদ্য দুই, যথা
পুরুষ প্রকৃতি, করে বিরাজ জগতে
সমভাবে, মাতঃ! তব স্বভাবে যেমতি।
মানসমন্দিরে আরো কত যে সৌন্দর্য্য
কি বলিব! ইচ্ছা হয় আঁকিতে সে ছবি

হৃদিপটে, প্রেমঘন জলদ বরণে;
কিন্তু হায়! কোথা পাব তাহার উপমা?
যে প্রেমে জননী তুমি করিলে উন্মাদ
গৌরচন্দ্র ভক্তবীরবরে, হয় তা কি
বর্ণনে বর্ণিত! পাই যদি আহা! তার
কণামাত্র, রচি মনসাধে তবে, নব
অনুরাগে, তব লীলা বিলাস অনন্ত।
দিবে কি এ দীনে, দয়াময়ি, আস্বাদিতে
সে রসমাধুরী? কিম্বা যে আনন্দঘন
রূপে, যোগানন্দরসে ভুলালি মা তুই
আর্য্যযোগী যাজ্ঞবল্ক্যে, রাজর্ষি জনকে,
মহাদেবে, হে শঙ্করি, শঙ্করজননি,
তাহার কণিকাকণা দে মা অকিঞ্চনে।
তোর সুধারবে, দেবি! অমৃতভাষিণি,
ভুবনমোহন রূপে, পুত্রবর যিশু
মানবেন্দ্র হারাইয়াছিল আপনারে,
বিন্দু যথা মহাসিন্ধুনীরে; দেখিত সে
ত্বন্ময় ব্রহ্মাণ্ড। আহা! কি মোহন মন্ত্র
দিলি তার কাণে, ওগো বেদমাতা, সুর
নরের জননি, ফিরিল সে পথে পথে
পাগলের মত, ছিল যত দিন বাঁচি;—

সেবিতে ও পদ। অবশেষে তোর লাগি
সঁপিল জীবন ক্রুশোপরে; আহা মরি,
ধুইল চরণ তোর হৃদয়-শোণিতে।
ঐ রাঙ্গা পদ বক্ষে ধরি, চক্ষে হেরি
সহাস্য আনন মাতঃ তব, সাধ হয়
ডুবে থাকি প্রেমকাব্য কবিত্ব সাগরে।
চাহি না মা বৃথা কাব্য, অসার কবিতা,
তাতে কি হইবে?—থাকি যদি বঞ্চিত মা
দর্শনআনন্দে,—তোর চরণারবিন্দ-
মধু পানে, ভারবাহী বলীবর্দ্দ যথা।
দেখা দে মা তবে, আগে দেখি তোরে, পরে
লিখিব যা আছে মনে, নৈলে কি লিখিব?
চলিবে লেখনী কার বলে? চাহি মুখ-
পানে মা তোমার, মুহুর্মুহুঃ,—আঁকে যথা
চিত্রকর ছবি, রাখি আদর্শ সম্মুখে,—
বর্ণিব ও রূপ চিদঘন নিরাকার;
গাইব অনন্ত তব গুণের কাহিনী।
যে রূপমাধুর্য্যরসে হে আনন্দময়ি!
করিলে পাগল শ্রীগৌরাঙ্গে, সেই হাসি
হাসি মুখে দেখা দেও। যিশু নরোত্তম
মজিয়া যে সুধারসে দেখিল ভুবন

হরিময়, সেই সুধা, ওগো সুধাময়ি !
পিয়াও আমারে প্রাণ ভরি ! সকাতরে
ডাকি গো আবার, কোথা মা, কোথা দেখা দে।
এলি কি গো ভক্তচিত্তহরা সুবদনী ?
তুই কি আমার সেই স্নেহময়ী মাতা
প্রাণেশ্বরী, যার তরে কাঁদি আমি এত
মা ! মা ! বলে, পথে পথে ? আহা ! তোর লাগি
কেঁদেছি যে কত, তাহা কি আর বলিব !
আয় ! আয় ! কাছে একবার, দেখি তোরে
পরাণ ভরিয়া। দে মা শ্রীকর কমল
মোর দগ্ধ প্রাণে, আমি জুড়াই জীবন।
বড় দুঃখ পেয়েছি মা হারাইয়া তোঁরে।

স্তব।

(১)

তুমি নিত্য নিরাময়, সত্য সনাতন
জীবনবল্লভ বিশ্বপতি ;
ভবসঙ্কটমোচন অব্যয় অক্ষয়
আদিপিতামহ দীনগতি।

(২)

জয় দেব নিরঞ্জন জাগ্রত চেতন

ধর্ম্মনিয়ামক প্রেমঘন ;

পরমাত্মন শাশ্বত মঙ্গলআলয়

পাতকনাশন সারধন।

(৩)

শরণাগত-পালক বিঘ্নবিনাশন

সাধকবৎসল পুণ্যময় ;

ভয়ভঞ্জন তারণ কারণ ঈশ্বর

ভক্তসখা করুণানিলয়।

(৪)

জয় চিত্তবিনোদন এক পরেশ্বর

দিব্য পিতা প্রতিপালক হে ;

হৃদিরঞ্জন নির্ম্মল সুন্দর মোহন

চিন্ময় উজ্জ্বল মূরতি হে।

(৫)

তুমি বিশ্বজনাশ্রয় জীবনসম্বল

অক্ষয় সম্পাদ বন্ধু হরি ;

জয় শান্তির সাগর নামসুধা তব

যেন দিবা নিশি পান করি।

আশাসন্দীপন ।

(১)

নিত্য নব রসে পূর্ণ বিধাতার রচনা
কিবা শোভাময় !
পুরাতন বিশ্বধাম, অবিরাম তাঁর নাম
গান করে, তবে কেন আমার এ রসনা
বল শ্রান্ত হয়।

(২)

ঋতু আবর্ত্তনে কত নব শোভা বিকাশে
প্রকৃতি সুন্দরী ;
ফুটে নানা জাতি ফুল, গন্ধে করে প্রাণাকুল,
যার মধুলোভে ছুটে অন্ধ হয়ে পিপাসে
ভ্রমর ভ্রমরী।

(৩)

পূর্ণ শশী চিরকাল নব রাগে রঞ্জিত
নয়নরঞ্জন ;
বসন্তের সমীরণ, উল্লসিত করে মন,
কলকণ্ঠ পিকগানে হয় প্রাণ মোহিত,—
জুড়ায় শ্রবণ।

(৪)

বিপুল যৌবনে পূর্ণা প্রাবৃটের তটিনী
কিবা প্রভাবতী !

শিশুর বিনোদ হাস্তে, বিমল কোমল আস্তে,
কেমন সৌন্দর্য্যছটা ভাসে দিন যামিনী,
মনোহর অতি।

(৫)

সকলেই নিরলস নিজকার্য্য সাধনে
নবোদ্যমশালী ;
তবে কেন একা আমি, হে দেব ! অন্তরযামী,
থাকি নিরানন্দে, মিছে অনর্থক চিন্তনে
ভেবে হই কালী ?

(৬)

দুঃখের তনয় বলি কেন আমি কাঁদিব
নিরাশ অন্তরে ?
তুমি পিতা প্রেমময়, পরম মঙ্গলালয়,
চেয়ে আছ মোর পানে, কেন তবে ভাসিব
বিষাদ সাগরে ?

(৭)

এক বার চাহি যদি ব্যাকুলিত নয়নে
নাথ তোমা পানে ;
সব দুঃখ ভুলে যাই, কত সুখ শান্তি পাই,
উথলে আনন্দস্রোত আশাবাক্য শ্রবণে
আশাহত প্রাণে।

(৮)

আর আমি নিরাশায় হব না দুর্ব্বল হে
সর্ব্বশক্তিমান ;
হেরি তব প্রেমমুখ, আশায় বাঁধিয়া বুক,
প্রেমানন্দে দিবা নিশি করিব কেবল হে
তব গুণ গান।

প্রাভাতিক প্রার্থনা।

(১)

প্রভাত হইল নিশি, উজলিল দশ দিশি,—
তোমার আলোকে নাথ, জগতজীবন হে
জ্যোতির আধার ;
তরুণ অরুণকরে, কনক কিরণ ঝরে,
অমল আকাশে সুশীতল সমীরণ হে
বহিল আবার।

(২)

জাগাইলে দেব তুমি, নিদ্রিত শ্মশানভূমি,
মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রে, আহা ! কি কৌশল হে,
মহিমা অপার ;
তবকোলে জীবগণ, ছিল ঘুমে অচেতন,

"উঠ বাছা !" বলি সবে সঞ্চারিলে প্রাণ হে,

নাশিলে আঁধার।

(৩)

তোমার কৃপার দান, বল বুদ্ধি মন প্রাণ,

অপচয় নাহি যেন করি কদাচন হে

মায়ার ছলনে ;

সমাধিয়া নিত্যকর্ম্ম, সত্যব্রত দয়াধর্ম্ম,

নিরখিতে পাই যেন ও প্রেমআনন হে

নির্ব্বিকার মনে।

(৪)

মাথায় রাখিয়া হাত, আশীর্ব্বাদ কর নাথ,

দুর্ব্বল মানব আমি কি হয় কখন হে

এই বড় ভয় ;

ও পদে প্রণাম করি, দীনবন্ধু নাম স্মরি,

চলিনু তোমার কার্য্য সাধনে এখন হে

দেখো দয়াময়।

জীবনতরী।

(১)

অকূল ভবসাগরে চলে দিবা রাতি

জীবনতরণী, বাধা বিপদ লঙ্ঘিয়া ;

তরঙ্গ তুফানে পড়ি, কখন উঠিছে ডরি,
কভু সুবাতাসে ধায় বাদাম তুলিয়া
দ্রুতগতি, মহানন্দে, দেখি সূর্য্যভাতি।

(২)

কেহ ঘূর্ণা জলে পড়ি ভ্রমে নিরন্তর,
ভাবে মনে, কত পথ আইনু চলিয়া;
কিন্তু এক স্থানে তার, গতিবিধি বার বার,
স্বপনের গতি যথা শয্যায় শুইয়া;
অচল হইয়া চলে দেশ দেশান্তর।

(৩)

কেহ বা দস্যুর দলে মিলিয়া বিপথে
ঊর্দ্ধশ্বাসে যায় চলি, বারণ না মানে;
কুসঙ্গে মায়ার ফাঁদে, পড়ি অবশেষে কাঁদে,
পাপদানবের হাতে মরে ধনে প্রাণে;
ফিরিতে না চাহে কিন্তু তবু কোন মতে।

(৪)

সাধু মহাজনসঙ্গ ধরে যেই জন,
অনায়াসে যায় সে অমর নিকেতনে;
হরি কর্ণধার হয়ে, যান তারে স্বর্গে লয়ে,
রাখেন জীবিত তারে অনন্ত জীবনে;
ভবের কাণ্ডারী তিনি বিপদভঞ্জন।

ভ্রান্তিবিলাস।

কে ও! দেহপুরে বিরাজ একাকী
দিবা নিশি অবিরাম?
ঘুরিতেছ সদা শোণিতপ্রবাহে,
বল কি তোমার নাম?
আমি অধিস্বামী এ দেহমণ্ডলে
আমারি এ অধিকার;
দিবসাবসানে সুখে নিদ্রা যাই
লয়ে রিপুপরিবার।
যবে ইচ্ছা হয় তখনি অমনি
অঙ্গ সঞ্চালন করি;
কর্ণে শুনি শব্দ চক্ষে দেখি রূপ
পায়ে চলি, হাতে ধরি।
স্বোপার্জ্জিত অন্ন ভোজন করিয়া
নিজে হই বলবান্;
স্বীয় বুদ্ধিবলে ভাবিয়া চিন্তিয়া
রক্ষা করি নিজ প্রাণ।
তুমি কেন তবে কর শান্তি ভঙ্গ
অপরের অধিকারে?
ব্যস্ত অহরহ কেন বল এত?
শিল্পী যথা শিল্পাগারে?

গভীর নিশীথে নিদ্রা ভঙ্গ করি
উঠি যদি কোন কাজে ;
দেখি তব গতি চপলা সমান
ধমনী শিরার মাঝে।
ঝক্ ঝক্ ঝক্ স্বন স্বন রব
নিশ্বাস শোণিতযন্ত্রে
হয় অবিরত ; জয় ! জয় ! ব্রহ্ম
বাজে যেন হৃদিতন্ত্রে।
রক্তনদীস্রোতে নিরখি তোমারে
ধরিতে বাসনা হয়,
এত যদি কর, কেন তবে বল
দেখা দিতে হয় ভয় ?
রথের ভিতরে যথা সূত্রধর
জীর্ণসংস্কার করে,
তেমনি তোমার কার্য্য অবিকল
হেরি হে দেহভিতরে।
কি সম্বন্ধসূত্রে থাক তুমি হেতা
হয়ে পরঘরবাসী,
এত পরিশ্রম কেন কর বল
বল হে, বল প্রকাশি।

উত্তর।

হা অবোধ নর! আত্মঅভিমানী,
আনিল কে তোরে ভবে?
আপনি যে জন নহে আপনার
সে কেমনে প্রভু হবে?
মোরে বল তুমি "পরঘরবাসী"
হায়! কি মোহবিকার,
নিজ বুদ্ধিবলে ধরিছ জীবন
এই বুঝি সংস্কার!
ও রে ভ্রান্ত জীব! শোন্ তবে বলি,
আমি নহি তোর পর,
কিন্তু পিতা মাতা পরম আত্মীয়
জন্মদাতা প্রাণেশ্বর।
শোণিতআধারে নিশ্বাসের যন্ত্রে
যন্ত্রিরূপে কর্ম্ম করি,
নৈলে কি পারিতে করিতে গৌরব
স্বাধীন জীবন ধরি?
সহজ বিশ্বাসে দিব্যজ্ঞান চখে
নেহার প্রভাব মোর,
অভিমান যাবে পাবে তত্ত্বজ্ঞান
ঘুচিবে ঘুমের ঘোর।

মৃত্যু।

(১)

ও হে মৃত্যু কত দূরে, কোন্ অন্ধকার পুরে,
লুকাইয়া আছ তুমি, বল সখে, বল না;
কখন আসিয়া তুমি, প্রবেশিবে রঙ্গভূমি,
সজ্ঞানে তোমার লীলা দেখিতে কি পাব না ?

(২)

কবে তব আগমন, হবে তার নাহি ক্ষণ,
সহসা করিবে বুঝি চমকিত সকলে ?
সুচতুর অভিনেতা, তোমার মতন হেথা
দেখে নাই কেহ কভু দুটি আর ভূতলে।

(৩)

প্রাচীন হয়ে নবীন, আছ তুমি চিরদিন,
তোমার দর্শনে হয় ভয়ে সবে চকিত ;
অযুত অগণ্য দ্বার, পশিবার হে তোমার,
কি বেশে আসিবে কবে নহে কেহ বিদিত।

(৪)

ভবলীলা শেষ করি, লইয়া যাইবে ধরি,
কোন্ দেশে, কার কাছে, পার কি হে বলিতে ?
কোন্ পথে লয়ে যাবে, রাখিবে কোথা কি ভাবে,
বিস্তারিত সব কথা ইচ্ছা হয় জানিতে।

(৫)

এই আমি সঞ্জীবিত, নানা কাজে পরিবৃত,
দূরদর্শী চিন্তশীল মত্ত স্বার্থ চিন্তনে ;
কত মায়া, কত আশা, কত স্নেহ ভালবাসা,
নিমেষে নিঃশেষ হবে কালদণ্ড পেষণে ?

(৬)

বহু চেষ্টা পরিশ্রমে, পারি না যা কোন ক্রমে,
অন্তর হইতে কভু স্থানান্তর করিতে ;
মৃত্যু, তুমি বলে ধরি, লইবে সে সব হরি,
দিবে না তিলের তরে একবার ভাবিতে।

(৭)

এমন পরিবর্ত্তন, বিপরীত সংঘটন,
ঘটাইতে নারে আর কেহ বিশ্ব মাঝারে ;
তবু কিন্তু কৌতূহল, দেখিবারে এ সকল
আছে মনে অতিশয়, তাই ডাকি তোমারে।

(৮)

এস ! এস ! যমরাজ, কেন আর কালব্যাজ,
যা করিতে হয় কর সচেতন থাকিতে ;
আত্মীয় বান্ধবগণ, ভূতপূর্ব্ব মহাজন,
আছেন যে দেশে, তথা ইচ্ছা হয় যাইতে !

(৯)

চিরজীবী নর আমি, অনন্ত জীবনস্বামী,

অমর চৈতন্য বস্তু নাহি ডরি মরণে ;

জয় করি কালভয়, হইয়াছি মৃত্যুঞ্জয়,

সঁপিয়া জীবন সেই মৃত্যুঞ্জয়চরণে।

রোগশয্যা।

(১)

পড়ি রোগশয্যাতলে, তিতিয়া নয়নজলে,

ডাকি নাথ তোমায় এখন ;

ক্ষীণ তনু হীনবল, প্রাণ মন বিচঞ্চল,

এ সময়ে দেও দরশন।

(২)

বিকারে শরীর ভঙ্গ, বিকল সকল অঙ্গ,

অন্তরে বাহিরে অগ্নি জ্বলে ;

কিছুতে না পাই সুখ, পিপাসায় ফাটে বুক,

ইচ্ছা হয় পড়ি নদীজলে।

(৩)

পলে পলে রাত্রি যায়, নিমেষ বৎসর প্রায়,

চক্ষেতে নাহিক নিদ্রালেশ ;

দুঃসহ এ দুঃখভার, সহে না যে প্রাণে আর,
জাগিয়া রজনী করি শেষ।

(৪)

প্রতি পদে পরাধীন, অসুখে গোঁয়াই দিন,
নাহি শান্তি শয়নে ভোজনে ;
আগুলিয়া জরা দেহ, থাকিতে না চাহে কেহ,
অভিমান হয় কত মনে।

(৫)

এই পথে পরলোক, যায় বুঝি সব লোক,
একাকী সংসার পরিহরি ?
কিন্তু ও হে দয়াময়, তাহাতে না হয় ভয়,
ব্যাধির সন্তাপে বড় ডরি।

(৬)

এ সঙ্কটে হে ঈশ্বর, তোমার শীতল কর,
রাখ এক বার দগ্ধ শিরে ;
সর্ব্বরোগবিনাশন, তোমার প্রসন্নানন,
দেখা দেও হৃদয়মন্দিরে।

নিত্য শান্তি।

(১)

নির্ব্বিকার শান্ত চিত্ত সুখের আলয় ;
যথা স্থির মহোদধি,

অচঞ্চল নিরবধি,
রিপুর প্রহারে কভু আকুল না হয়।

(২)

তিতিক্ষা সন্তোষ শম,
বিবেক বৈরাগ্য দম,
প্রহরী হইয়া তার আছে চারি ধারে;
বাহিরে জীবন্ মৃত,
অন্তরে সদা জীবিত,
নির্ব্বাণের শান্তি বহে হৃদয়আধারে।

(৩)

যোগের শীতল জলে,
নিবায়ে বাসনানলে,
মাতৃকোলে স্তন্যপায়ী শিশুর মতন;
থাকে সে পরম সুখে,
নিরাপদে হাস্য মুখে,
অশান্তি ভুজঙ্গে তারে করে না দংশন।

(৪)

হায়! বিচলিত চিত,
তরল দুর্ব্বল ভীত,
ইন্দ্রিয়পীড়নে পাবে কত দুঃখ আর;
ভগ্নমনোরথ হয়ে,

ভারবহ দেহ লয়ে,
ত্রিতাপ অনলে দহি হবে ছার খার!

(৫)

শান্তির সাগর হরি,
তুমি যদি দয়া করি
দেও শান্তিবারি ঢালি বাসনা-আগুনে;
তবে নাথ হয় গতি,
ঘোচে পাপ অধোগতি;
কর দেব সাধ পূর্ণ নিজ দয়াগুণে।

আহার কালীন।

(১)

হে মাতঃ! অন্নদে জগতজননী,
স্নেহের প্রতিমা সন্তান-পালিনী,
নিরখি তোমার, করুণা অপার,
আঁখি ভাসে প্রেমজলে;
কত অপরাধ পাপ দুরাচার,
তবু নাহি কর মোরে পরিহার;
স্মরিলে এ সব, দয়া প্রেম তব,
পাষাণ হৃদয় গলে।

(২)

নিবারিতে ক্ষুধা জঠর অনল,
বলহীন দেহ করিতে সবল,
হইয়া প্রসন্ন, বিতরিছ অন্ন,
অনু দিন সযতনে;
অন্নের ভিতরে করুণা কৌশল,
ভাবিলে নয়ন ঝরে অবিরল,
এত অনুরাগ, আদর সোহাগ,
কেন মা পাতকী জনে?

(৩)

এত ভালবাসা গভীর মমতা,
প্রেমব্যবহার ক্ষমা উদারতা,
কোথায় কে কবে, দেখিয়াছে ভবে,
মায়ে কি এমন পারে?
তোমার উপমা নাহি পৃথিবীতে,
অচিন্ত্য এ ভাব পারি না ধরিতে,
হৃদয়ে না ধরে, বচন না সরে,
কবির কবিত্ব হারে।

(৪)

তব অন্ন জলে জীবন ধরিয়া,
প্রেম পুণ্যবল সঞ্চয় করিয়া

ও চরণ সেবি, থাকি যেন দেবি,
তব অনুগত হয়ে;
জীবের কল্যাণে, জগতের হিতে,
সাধন ভজন যোগ সমাধিতে,
হয় যেন মম সফল জনম
তোমায় হৃদয়ে লয়ে।

(৫)

তোমার খাইয়া তোমার পরিয়া,
তব বল শক্তি আশ্রয় করিয়া
যেন মা কখন না করি বরণ
অধর্ম্মে হৃদয় মাঝে;
ভজিব ও পদ অকপট চিতে,
হব না অবাধ্য জীবন থাকিতে,
করিব তোমার মহিমা প্রচার
পরিহরি লোকলাজে।

জীবনবীণা।

(১)

বাজ রে জীবনবীণা, সঘনে ঝঙ্কার করি,
সুমধুর রবে সমতানে;

সপ্তস্বর তিনগ্রাম. কর গান ব্রহ্ম নাম,
বসি সবে নিজ নিজ স্থানে।

(২)

জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছা নীতি, মহাযোগে হয়ে লীন,
ঢাল সুধা বিবেকশ্রবণে;
প্রেমের সঙ্গীতালাপ, হরে যাহে ভবতাপ,
শুনিতে বাসনা বড় মনে।

(৩)

আনন্দ পবনস্রোতে, তরঙ্গ লহরী তার
নাচিবে উল্লাসে নানা রঙ্গে;
ললিত পঞ্চম স্বরে, মনোবৃত্তি পরস্পরে,
গাইবে সকলে এক সঙ্গে।

(৪)

পাপের পরশে তন্ত্রী, শিথিল হবে না আর,
সপ্তমে বাজিবে দিবা বাতি;
নবরসে নবরাগে, প্রেম ভক্তি অনুরাগে,
শুনিব সঙ্গীত নানা জাতি।

(৫)

হরির হাতের যন্ত্র, এ জীবনবীণা আহা!
কত সুকৌশলে বিরচিত!
কেমনে মিলায়ে তায়, বাজাইব বল হায়!
কিছু আমি নহি যে বিদিত।

(৬)

সবলে মলিলে কাণ, তার স্বরে উঠে ধ্বনি,
কিন্তু শেষ ছিন্ন হয় তার ;
বাঁধিলে নরম তানে, শুনা নাহি যায় কাণে,
তাই বলি কাজ নাই আর।—

(৭)

নিজ হাতে লও তুমি, বাজাও শুনি হে আমি,
গাও তার সঙ্গে দয়াময় ;
তব গীত বাদ্যরসে, মজিয়া সমাধিবশে,
একেবারে যোগে হই লয়।

আপত্তি খণ্ডন

নিরখিলে মা তোমার ও প্রসন্ন বদন,
শুনিলে বারেক মধুমাখা প্রিয় বচন ;
সব দুঃখ ভুলে যাই, হাতে হাতে স্বর্গ পাই
ইচ্ছা হয় মজে তাহে থাকি চিরজীবন ;
আহা মরি ! কি সুন্দর তব প্রেমভবন।

ভক্তের আনন্দ হেরি হয় প্রাণ লোভিত,
কেমন আমোদে আহা তাঁরা সবে মোহিত ;
কিন্তু এ ক্ষণিক সুখে, ফেলিবে আমায় দুখে,
হইব আবার যবে মায়াহ্রদে পতিত ;
হায় ! কবে হব আমি নিত্যযোগে জীবিত ;

[উত্তর]

কেন বাপ ! ফিরে পুনঃ যাবে আর সংসারে,
কিসের অভাব বল আছে মোর ভাণ্ডারে ?
অবারিত স্বর্গদ্বার, খোলা আছে অনিবার,
লও প্রেম পুণ্যসুধা যত ধরে আধারে ;
কিবা প্রয়োজন তব আছে ভববাজারে।

সত্য বটে মা তোমার এমনি গো যতন,
তা না হলে যোগিজনে কেন লবে শরণ ?
কিন্তু আমি নহি যোগ্য, ভুঞ্জিতে এ দেবভোগ্য
ভকতবাঞ্ছিত সুধা তাই করি রোদন ;
দেও গো বিদায়, কর প্রণিপাত গ্রহণ।

ডাকিছে সংসার পাছে কি করি মা বল না,
নৈলে তব সঙ্গছাড়ি যেতে ইচ্ছা হয় না ;

কর্ত্তব্যের গুরুভার, নাহি সাধ্য ফেলিবার,
জান তুমি মা আমার কত চিন্তা ভাবনা;
এ দায় হইতে আমি মুক্তি কিগো পাব না?

[উত্তর]

কেন পুত্র বল তুমি মায়াবদ্ধ থাকিবে?
কি খাইবে কি পরিবে বলে কেন ভাবিবে?
যাহা কিছু আছে তব, দারা সুত বন্ধু সব,
আন হেথা, সকলের উপজীব্য পাইবে;
নিজ দোষে কেন আর আপনারে নাশিবে?

পাইবে অমর আত্মা সাধুগণে এখানে,
দেখিবে আমার লীলা নিত্য নব বিধানে;
এই তব ঘর বাড়ী, হেন সুখধাম ছাড়ি,
থাকিতে কি ইচ্ছা হয় বন্ধুহীন শ্মশানে?
মা বলে কি কিছু টান নাহি তোর পরাণে?

আত্মানুসন্ধান।

(১)

কোথা আছ আত্মারাম, অশেষ গুণের ধাম,
কেমনে, কি ভাবে কেহ দেখিতে না পায়;

তোমায় বলি হে আমি, চিরকাল "আমি" "আমি
কিন্তু কি স্বরূপ তব বুঝা নাহি যায়। ·

(২)

শুনেছি তোমারা না কি, এক বৃক্ষে দুই পাখি,
পরস্পর সখ্যভাবে করিছ বিহার ;
সাক্ষীরূপে এক জন, করে নিত্য দরশন,
এক জন মহাসুখে করে ফলাহার ?

(৩)

স্বভাবেতে স্বতঃসিদ্ধ, সহজ জ্ঞানেতে বিদ্ধ,
তথাপি তোমায় নারি ধরিয়া রাখিতে ;
চিদাকাশে বার মাস, কর ব্রহ্মে অধিবাস,
স্বর্গের বিহঙ্গ তুমি নাম না মাটিতে।

(৪)

অতি সূক্ষ্ম নিরাকার, কে ধরিবে সাধ্য কার,
মোহে অন্ধ হয়ে স্থূল কেন তবে বলি ;
দেহযন্ত্রে হয়ে যন্ত্রী, বাজাইছ প্রাণতন্ত্রী,
অলৌকিক গতি যেন চঞ্চলা বিজলী।

(৫)

আমার আমার করি, বৃথা অভিমানে মরি,
আমি যে কি বস্তু তাহা নারিনু বুঝিতে ;

নাহি গন্ধ রস রূপ, জ্ঞানময় অপরূপ,
স্বর্গের দুয়ার তুমি এই পৃথিবীতে।

(৬)

তোমার ভিতরে পশি, নিরখিব প্রেমশশী,—
পরমাত্মা প্রেমসিন্ধু হরি নিরঞ্জনে;
তন্ময় হইব যোগে, চিদানন্দ রস ভোগে,
থাকিব প্রেমের রাজ্যে অমর ভবনে।

হিমালয়।

উত্তর গগনকোলে হিমাদ্রি অচল
নগপতি, শোভে পুরোভাগে, যেন ঘন
মেঘাবলী; শৃঙ্গোপরি শৃঙ্গ শত শত
তাহে মনোহর অতি। যোগিচিত্তহারী
হিমগিরি, মহাদেব রুদ্রের নিলয়;
কে পারে আঁকিতে তার ছবি? স্বর্গ বলি
জানিত যাহারে আগে ঋষি মুনিগণ।
ভূতলশয্যায় ঢালি অঙ্গ, যেন বীর
ভৈরব মূরতি নিদ্রা যায়, ছড়াইয়া
হাত পা দুখানি, সুবিশাল, অকাতরে।

ভীম গণ্ড শৈলখণ্ড সব আছে বসি,
একাসনে, যুগযুগান্তর ; ধ্যানে মগ্ন
যথা ঋষিবৃন্দ; যোগে পাষাণ সমান ;
কার সাধ্য ভাঙ্গে সে সমাধি? কত সিদ্ধ
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র পদরজে অলঙ্কৃত
তারা কে বলিবে? তরুলতিকা মণ্ডিত
গিরিমালা, তদুপরি অনন্ত শিখর
শ্রেণী, যেন সৈন্যদল সৈনিকনিবাসে
দাঁড়াইয়া। দুগ্ধফেননিভ বারিধারা
রজতরঞ্জন, পড়ে খসি শিলাতলে
নাচিয়া নাচিয়া; মুক্তাফল সম তার
বিন্দু ছুটে চারিভিতে, রঞ্জিত হইয়া
ভানুকরে, নানাবর্ণে। ক্ষুদ্র জলকণা
উড়িছে আকাশে বায়ুভরে বাষ্পপুঞ্জ
যথা; রচে তাহে ইন্দ্রধনু দিবাকর
প্রখর কিরণমালী, কি সুন্দর শোভা!
হেঁটমুণ্ডে ভাঙ্গে জলপ্রপাত সবেগে,
ঝম্ ঝম্ গুড় গুড় নাদে, বিদারিয়া
গিরিবক্ষ; ভয়ঙ্কর গম্ভীর সে ধ্বনি!
কীটকুল গায় ঝিল্লী রবে তার সনে
বসি তরুশাখে; ঝঙ্কারিছে যেন শত

সহস্র তম্বুরা একতানে; প্রতিনাদে
করে গম গম্ গিরিসঙ্কট বিপিন।
ক্ষুদ্র জলস্রোত যথা তীর্থযাত্রীদল
ছুটে দল বাঁধি নিঝরিণী সহ, দ্রুত
পদে, মাতৃভূমি সিন্ধুসমাগমে, কূলে
কূলে ফুটাইয়া ফুল। কত ফুল ফল
আহা! কি নির্ম্মল জল; বিহঙ্গের কিবা
কণ্ঠধ্বনি! সবে মিলে পাতি যোগাসন
যেন ডাকে যোগিজনে, আরাধিতে দেব
মহেশ্বরে। স্নিগ্ধ বায়ু বহে মন্দ মন্দ।
অদূরে প্রতীত দূরবর্ত্তী তুঙ্গ শৃঙ্গ
ধবল অচলে, আছে সবে করে কর
ধরি দাঁড়াইয়া, যেন উঠিবে অনন্ত
মহাকাশে বীরপরাক্রমে। রজতাভ
অনন্ত তুষারে ঢাকা সে বরাঙ্গ যবে
উজলে তরুণারুণে, আহা! কত শোভা
তার। শ্বেতরশ্মিধারা, শ্বেতসৌধসম
শৈলশিরে মরি কি সুন্দর! ঝক্ ঝক্
জ্বলে স্বচ্ছ হিমখণ্ড, প্রকাণ্ড স্ফাটিক
খণ্ড যথা দীপালোকে, ঝলসি নয়ন।
কোথাও চরিছে মৃগযূথ লতাবৃত

মঞ্জুকুঞ্জতলে ; আহা ! কোথাও তটিনী
তটে বনফুলসম বনবাসী করে
বসতি পরম সুখে। বনবিহঙ্গিনী
কলকণ্ঠী মুক্তকণ্ঠে গাইছে সঙ্গীত
সুধারবে, স্নান করি অমৃত সলিলে।
হাসিছে ডালিয়া ফুলকুল নানাবর্ণে,
স্তবকে স্তবকে, আলোকিয়া বনস্থলী।
তার নিম্নে বহে মৃদুকলে স্রোতস্বিনী
বক্রগতি, রঙ্গভঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া।
এমন সুন্দর সুগম্ভীর দৃশ্য, আহা !
কি আছে ধরণীতলে ; তাই আর্য্যযোগী
করিত ধেয়ান বসি হিমালয় শিরে।

ভবশ্মশান।

নিবিড় তমসাবৃত ভবসিন্ধু তটে,
ভীষণ শ্মশান ঘোর, দরশনে যার
আতঙ্কে পরাণ কাঁপে, শিহরে শরীর।
ঘোরদরশন কাল গভীর আঁধারে
মগ্ন ধরাধাম, বিশ্ব স্থাবর জঙ্গম

চরাচর ; তার মাঝে উঠিছে গর্জ্জিয়া
ভবসিন্ধু ঘননাদে ; ছুটে জলচর
যূথে যূথে সে উত্তাল বিশাল তরঙ্গে,
মহাশব্দে, উপকূল আকুল করিয়া।
বিকট আকৃতি খণ্ডমুণ্ডরাশি চারি
ধারে যায় গড়াগড়ি, যার লোভে ভ্রমে
নিশাচরী কত উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি লোল
জিহ্বা বিস্তারিয়া। দৈত্য দানব রাক্ষস
ফিরে দলে দলে রক্তধারা-বিগলিত
অঙ্গে, দিগবাসে, শবাকীর্ণ প্রেতভূমে।
নৈশবায়ুশ্বাস পশি অস্থিছিদ্রে যেন
বাজায় মুরলী, শুনি তার ধ্বনি নাচে
ভৈরবী দানবী ; হাসে খল খল করি।
শাণিত কৃপাণ করে কেহ নরমুণ্ড
ফেলিছে কাটিয়া, সদ্যরক্ত পানহেতু ;
মহাকালরূপী পাপ করাল বদনে
গ্রাসিছে জীয়ন্তে শত শত প্রাণী ; আহা !
আর্ত্তনাদে পূর্ণ বসুন্ধরা। মূর্ত্তিমান
ষড়রিপু বিচরিছে সহস্র আকারে,
নরশিরোমালাগলে ; হাসে কেহ মুখ
ব্যাদান করিয়া অট্টহাসি। শবঅস্থি

কেহ বা পিষিছে কালদন্তে মড় মড়ে।
দশন ঘর্ষণ করে প্রচণ্ড প্রতাপে
দুর্দ্দান্ত অসুরকুল, আরক্ত লোচনে।
শকুনি গৃধিনী দংশে শৃগাল কুক্কুরে
মহাক্রোধে, মাংসখণ্ড লাগি। প্রাণভেদী
ভৈরব আরবে ছুটে ডাকিনী যোগিনী
তার পাছে, সুরাভাণ্ড কক্ষে করি; অতি
বিভৎস আকার! মায়াশবে বসি সেই
শ্মশানে একাকী, করে যোগী যোগ ধ্যান;
নিবায়ে বাসনানল অনন্ত নির্ব্বাণে।

অমরাপুরী।

(১)

পুণ্যভূমি চিদাকাশ প্রেমমণি খচিত,
তাহার ভিতরে স্বর্গ বিশ্বকর্ম্মা রচিত;
জ্যোতির্ম্ময় পুরদ্বার, তুলনা নাহিক তার,
বিপুল সম্পদে পূর্ণ নানা রত্নে জড়িত;
ভাবিলে সে রূপ হয় প্রাণ মন মোহিত।

(২)

সুবর্ণ প্রাচীর মাঝে, সজ্জিত অপূর্ব্ব সাজে,
অমর ভবন কিবা প্রেমালোকে হাসিছে;

চন্দ্র সূর্য্য দ্বারপাল, দোঁহে মিলে চিরকাল,
গ্রহ উপগ্রহ সনে ইতস্ততঃ ভ্রমিছে।

(৩)

অনন্ত প্রাসাদ শ্রেণী, উড়ায়ে পতাকাবেণী,
সুনীল গগনকোলে থরে থরে শোভিছে;
তদুপরি বিলম্বিত, নানাবর্ণে সুরঞ্জিত,
বিচিত্র কুসুমদাম পরিমল ঢালিছে।

(৪)

স্থানে স্থানে সুদর্শন, অমৃতের প্রস্রবণ,
পয়স্বিনী বক্ষে সদা সুধাধারা ছুটিছে;
পল্লবিত তরুডালে, কুসুম লতিকাজালে,
নানাজাতি ফল ফুল বায়ুভরে দুলিছে।

(৫)

স্বচ্ছনীর সরোবরে, কলহংস কেলি করে,
কোকনদ ইন্দীবর হাসে চন্দ্রকিরণে;
বিকচ কমলে পশি, মকরন্দ রসে রসি,
মধুকর গুন্ গুন্ করে পদ্মকাননে।

(৬)

পথপার্শ্বে সারি সারি, কনক কলসধারী
রজত রঞ্জিত শ্বেত স্তম্ভে মণি উজলে;
বসন্তের সুবিমল, সমীরণ সুশীতল,
জুড়ায় তাপিত অঙ্গ সুখসিন্ধু উথলে।

(৭)

জরা মৃত্যু হিংসা দ্বেষ, শোক তাপ দুঃখ লেশ,
বিষাদ বিলাপ হেথা কভু নাহি সঞ্চরে;
নৃত্য গীত মহোৎসব, আনন্দের হাস্য রব,
নিরবধি শান্তিরস ঢালে কর্ণকুহরে।

(৮)

অমরাত্মা দেবগণে, এই শান্তিনিকেতনে,
করেন বিহার সুখে বসি সভামন্দিরে;
মাঝখানে ভগবান্, রাজবেশে বর্ত্তমান,
সমুজ্জ্বল হিরন্ময় সিংহাসন উপরে।

(৯)

স্ফটিক নির্ম্মিত ঘর, নয়ন আনন্দকর,
বিলাস রসের কুঞ্জ শোভে নানা রতনে,
মরকত শিলাতল, করে তাহে ঝল মল,
পদ্মরাগ মণিহার জলে রক্ত বরণে।

(১০)

হীরক মাণিক্য মতি, প্রকাশে জ্বলন্ত জ্যোতি,
চন্দ্রাতপ ঝক্ মক্ করে মুক্তা ঝালরে;
সুগন্ধ ফুলের বাস, মধু ক্ষরে বার মাস,
কলকণ্ঠ পিকগণ ডাকে নিশি বাসরে।

(১১)

সভাগৃহ আলো করি, ভকতবৎসল হরি,
আছেন ভকত সঙ্গে প্রেমলীলা বিহারে ;
কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী ভক্ত, সাধু সিদ্ধ অনাসক্ত,
দলে দলে উপবিষ্ট চিদঘন আকারে।

(১২)

প্রশান্ত প্রফুল্লানন, সৌম্যমূর্ত্তি ঋষিগণ,
করিছেন সন্তরণ যোগানন্দ সাগরে ;
কেহ বা আত্মবিস্মৃত, ভক্তিরসে বিগলিত,
হাসে কাঁদে গায় গীত পুলকিত অন্তরে।

(১৩)

ব্রহ্মচারী তপোধন, যোগ ধ্যানে নিমগন,
যুগ যুগান্তর ক্ষয় করে ব্রহ্মচিন্তনে ;
মস্তকে জটার ভার, কন্দমূল ফলাহার,
তেজস্বী সিংহের প্রায় ষড়রিপু দমনে।

(১৪)

কেহ তড়িতের মত, আছেন সেবায় রত,
অবিশ্রান্ত ব্যস্ত দাস্যমুক্তি ব্রত সাধনে ;
কেহ বা উন্মাদ প্রায়, অবাক হইয়া চায়,
চিদানন্দ হরিরূপ অনিমেষ লোচনে।

(১৫)

নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, দর্শন বিজ্ঞানবিৎ,
মহাজ্ঞানী বুধগণে বেদগাথা গাইছে,
দেবকন্যা পুণ্যবতী, যতেক স্বর্গের সতী,
ঝঙ্কারিয়া বীণাতন্ত্রী তালে তালে নাচিছে।

(১৬)

হরিসঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি, উঠিছে দিন রজনী,
মধুর নিনাদে তার প্রেমধারা বহিছে;
হরিপদবিহারিণী, স্বর্গনদী মন্দাকিনী,
ভুবন পবিত্র করি সিন্ধুমাঝে পশিছে।

(১৭)

বিচিত্র আনন্দমেলা, জ্যোতিতে জ্যোতির খেলা,
হরিমুখ-চিদভাতি ভক্তমুখে জ্বলিছে;
হরিময় জল স্থল, ভাবরসে টলমল,
ঘটে ঘটে হরিরূপ প্রতিবিম্ব পড়িছে।

(১৮)

লভিয়া পিতার ধর্ম্ম, জীব যেন ক্ষুদ্র ব্রহ্ম,
চিদানন্দ সিন্ধুনীরে নিরন্তর ভাসিছে;
অহংশূন্য আত্মারাম, অপরূপ স্বর্গধাম,
নিরাকার প্রেমচ্ছবি যোগনেত্রে জাগিছে।

ক্রুশবিদ্ধ ঈশা।

(১)

গভীরা যামিনী ঘোর অন্ধকারময়,
নৈশবায়ু স্বন্ স্বন্ বহে গিরিশিরে ;
ছিল তথা উপবন, নাম তার গেথ্‌সিমন্,
সবান্ধবে তথা যিশু গেলা ধীরে ধীরে ;
বুঝিয়া সম্মুখে ঘোর বিপদ সময়।

(২)

নীরব ধরণী যেন মৃতের সমান,
নরকণ্ঠ অবরুদ্ধ বিঘোর নিদ্রায় ;
মাঝে মাঝে শিবাদল, করিতেছে কোলাহল,
শড় শড় শব্দ হয় বৃক্ষের পাতায় ;
পশুপদ-সঞ্চালনে ভয়ে কাঁপে প্রাণ।

(৩)

শোকবস্ত্র পরি যেন প্রকৃতি জননী,
ভাবিছে অবাক্ হয়ে ভাবী অমঙ্গল ;
হায় ! প্রাণাধিক যিশু, দোষহীন মেষশিশু,
বধিবে তোমায় পাপী য়িহুদির দল ;
স্মরণে বিদরে প্রাণ সে কালরজনী !

(৪)

দুঃখভারে অবসন্ন হইয়া তখন
কহিলেন তিনি অতি ব্যাকুল অন্তরে ;—
" দেখ ভাই, মোর প্রাণ, করে যেন আন্ চান্,
বলি মনোদুঃখ এবে পিতার গোচরে ;
তোমরা এখানে বসি কর জাগরণ।

(৫)

অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে আর দেরি নাই,
নহিলে পড়িবে মহা পরীক্ষা-অনলে ;
রাখালবিহীন মেষ, ছুটে যথা দেশ দেশ,
তেমনি তোমারা ছুটি পলাবে সদলে ;
আমালাগি বহু দুঃখ পাইবে সবাই।

(৬)

পিটার প্রধান শিষ্য বলিল তাঁহারে,
"ছাড়িব না সঙ্গ যদি প্রাণ অন্ত হয় ;
তা শুনি কহিল ঈশা, "প্রভাত না হ'তে নিশা,
করিবে আমায় অস্বীকার বারত্রয় ; "
ঠিক তাই ঘটেছিল কায়ফার দ্বারে।

(৭)

পরে যিশু কিছু দূরে করিয়া গমন
ভূমিলুটাইয়া ডাকে "হে প্রভু ঈশ্বর !

সেও দেখা এ সময়, সম্ভব যদ্যপি হয়,
তবে এই পানপাত্র কর স্থানান্তর;
কিন্তু পিতা তব ইচ্ছা হউক পূরণ।"

(৮)

দেখিয়া মানবগণে পাপে অভিহত,
চাহি অল্পমতি দুঃখী সঙ্গীদের পানে;
ব্যথিত হইল প্রাণ, শোকেতে বদন ম্লান,
পশিল বিষাদশেল যেন মর্ম্মস্থানে;
রক্তঘর্ম্ম ঝরিতে লাগিল অবিরত।

(৯)

ফিরিয়া আসিলা পুনঃ যথা শিষ্যচয়,
হেরি সবে নিদ্রাগত কহিলা তখন;
"হায়! হায়! মোর লাগি, এক ঘণ্টা রাত্রি জাগি
নারিলে রহিতে, ঘুমে হইলে মগন;
এখনি যে ধৃত আমি হইব নিশ্চয়!"

(১০)

আবার একাকী ডাকে, হে পিতা দয়াল,
এই পাত্র পান যদি হয় হে করিতে;
তবে নাথ হোক্ তাই, বলিবার কিছু নাই,
তব মুখ চাহি পারি সকলি সহিতে;
কিন্তু পিতা সঙ্গে সঙ্গে থেক সদাকাল।

(১১)

তিন বার এইভাবে করিয়া প্রার্থনা,
বলিলেন শিষ্যগণে, এবে নিদ্রা যাও;
ঐ দেখ ! জুডাসাথে, আসে লোক লাঠিহাতে,
নিকট হইল কাল নাহিক বাঁচাও;
তোমরাও মোর লাগি পাইবে যাতনা।

(১২)

বলিতে বলিতে জুডা বিশ্বাসঘাতক,
বহুলোক জন সঙ্গে আসিল সেখানে;
কেহ খড়্গ হাতে করি, কেহবা মসাল ধরি,
আসিতেছে যেন সবে চোরের সন্ধানে;
শোকাবহ দৃশ্য অতি, হৃদিবিদারক !

(১৩)

ভীষণ বিকটাকার জুডা মূঢ়মতি
চুম্বিল যখন গুরু-বদনকমল,
বুঝিল তখন সবে, এই যিশুখ্রীষ্ট হবে,
ধাইল অমনি কাছে পাষণ্ডের দল;
নীরবে দেখেন যিশু শিষ্যের দুর্গতি।

(১৪)

কালান্তক যমসম পদাতিকগণ,
মার ! মার ! রবে আসি ধরিল তাঁহারে;

হায় রে ! নির্দ্দোষ শিশু, ভগবতাত্মজ যিশু,
নিষ্ঠুর য়িহুদি পশু কেন তোরে মারে ?
হেরি তোর দুঃখ প্রাণ করে যে ক্রন্দন !

(১৫)

নিজমুখে যাই তেঁহ দিলা পরিচয়,
অমনি পড়িল তারা ঘাড়ের উপরে ;
হৈ ! হৈ ! শব্দ করি, লইয়া চলিল ধরি,
হাতে পায়ে বাঁধি মহাযাজকের ঘরে ;
শার্দ্দূল যেমন মেষশিশু ধরি লয়।

(১৬)

অসির আঘাতে তাঁর শিষ্য এক জন
একটি লোকের কাণ ফেলিল কাটিয়া ;
তাহা দেখি যিশু বলে, হবে না দৈহিক বলে
অরাতিবিজয়, রাখ খড়্গ লুকাইয়া ;
নাহি কি পিতার গৃহে সৈন্য অগণন ?

(১৭)

শুনিয়া সে কথা সঙ্গিগণ পলাইল,
একা যিশু শত্রুহাতে সঁপিলা জীবন ,
ধর্ম্মযাজকের পতি, কায়ফা. কলুষমতি,
অবিচারে মিথ্যা সাক্ষ্য করিয়া গ্রহণ
নির্দ্দোষীর প্রতি প্রাণদণ্ড আজ্ঞা দিল।

(১৮)

অবোধ শিশুর মত অবাক্ হইয়া
সহে অপমান যিশু, পিতৃ অনুরোধে ;
কেহ কহে কুবচন, কেহ বলে হে রাজন !
কেহ বা চপেটাঘাত করে জাতক্রোধে ;
" ক্রুশে বেঁধ" "ক্রুশে বেঁধ" ডাকে হুঙ্কারিয়া।

(১৯)

পাঠাইলা পরে তাঁরে বিচারমন্দিরে,
পাইলেট্ নামে রাজপ্রতিনিধি কাছে ;
বিনাদোষে প্রাণ যায়, দেখি জুডা বলে হায় !
কি করিনু ! আমাসম পাপী কেবা আছে ?
এই বলি ভাসিতে লাগিল আঁখিনীরে।

(২০)

গলেরজ্জু বাঁধি দুঃখে ত্যাজিল সে প্রাণ ;
পিটার প্রা[illegible]র ভয়ে হয়ে অবিশ্বাসী
করিলেক তিন বার, গুরুদেবে অস্বীকার,
কেঁদে মরে শেষ অনুতাপজলে ভাসি ;
হেনমতে শাস্ত্রবাক্য হইল প্রমাণ।

(২১)

হেতায় বিচারপতি বসি সিংহাসনে
দেখিল বিচারি কিছু নাহি অপরাধ ;

তথাপি লোকের ভয়ে, বিপক্ষের পক্ষ হয়ে,
করিলেক তাহাদের পূর্ণ মনসাধ ;
আপনি হইলা শুদ্ধ হস্তপ্রক্ষালনে।

(২২)

তার পর সেনাদল ঘেরি চারি ধারে
খুলিয়া লইল তাঁর অঙ্গের বসন ;
করি বহু উপহাস, পরাইল রক্তবাস,
কণ্টককিরীট শিরে করিল স্থাপন ;
ছুটিল রুধির অঙ্গে দর দর ধারে।

(২৩)

স্কন্ধে চাপাইয়া ক্রুশ্ করে কশাঘাত,
কেহ গ্রীবা ধরি ধাক্কা দেয় পৃষ্ঠদেশে ;
বাক্যবাণ হানে বুকে, নিষ্ঠিবন দেয় মুখে,
শ্মশান ভূমিতে লয়ে গেল অবশেষে ;
হায় রে ! সোণার অঙ্গে হয় রক্তপাত।

(২৪)

নির্দ্দয় পাষণ্ড ধর্ম্মযাজকের দল
অম্লান বদনে করে হেন আচরণ ;
তার মাঝে উর্দ্ধমুখে, কাঁদে যিশু মহাদুখে,
যন্ত্রণায় তনু যেন করিছে পেষণ ;
নীরবে সকল সয়, চক্ষে ঝরে জল।

(২৫)

বহিতে না পারে ভার, দুর্ব্বল শরীর,
ক্রুশসহ পথে পড়ি যায় বার বার;
ধূলিধূসরিত কায়, দুঃখে প্রাণ ফেটে যায়,
তাহার উপরে বেত্র করিছে প্রহার;
রক্তমাখা কলেবর, চক্ষু দুটি স্থির।

(২৬)

নাগরিক নারীগণ কাঁদে শোকভরে,
ধারা বহে দুনয়নে, দেখি সে যাতনা;
কহে যিশু "বামাগণ! কেন শোকে নিমগন,
আমালাগি কেন এত করিছ ভাবনা?
কাঁদ সবে নিজ নিজ পুত্রগণতরে।"

(২৭)

বধ্যভূমি কাল্‌ভেরি ভয়ঙ্কর স্থান,
লইয়া তথায় চড়াইল ক্রুশোপরে;
তিলে তিলে প্রাণ যায়, শুষ্ককণ্ঠ পিপাসায়,
"জল দেও!" "জল দেও!" বলে ক্ষীণ স্বরে;
ঘাতকেরা করে মুখে অম্লরস দান।

(২৮)

দুর্ব্বিষহ নির্য্যাতনে হইয়া কাতর
"হে পিতা! হে পিতা! কেন ত্যাজিলে আমারে,"-

এই বলি ডাকি তাঁয়, হইলেন মৃতপ্রায় ;
আহা ! সে যাতনা বল কে সহিতে পারে ?
ভাবিলে যে কথা হয় হিম কলেবর।

(২৯)

মহাকষ্টে প্রাণ যবে হইল ব্যাকুল,
করিল প্রার্থনা যিশু যার এই মর্ম্ম ;—
"ক্ষম পিতা ভগবান্, ইহাদের নাহি জ্ঞান,
জানে না ইহারা, আজ করে কি কুকর্ম্ম !"
আহা ! কি ক্ষমার এই দৃষ্টান্ত অতুল।

(৩০)

নিষ্ঠুর প্রহরিগণ কহে পরস্পরে,—
শুনি সে প্রার্থনা,—"ওরে শোন্ ও কি বলে !
দেখি কে বাঁচায় ওরে, এ কাল সঙ্কট ঘোরে,
কেমন ঈশ্বর আজ দেখিব সকলে !
অন্যকে বাঁচায় যে, সে নিজে কেন মরে ?"

(৩১)

অদূরে কাঁদেন মেরী, যিশুর জননী,
চক্ষের সম্মুখে আহা ! মরে পুত্রনিধি ;
কাঁদে হাহাকার রবে, জন্‌আদি শিষ্য সবে,
কে বুঝিবে বিধাতার গূঢ় ধর্ম্মবিধি ;
সাধুর শোণিতে ধৌত হইল ধরণী।

(৩২)

প্রাণভেদী আর্ত্তনাদে পূরিল মেদিনী,
ঘেরিল চৌদিক ঘোর শোকের আঁধার ;
গভীর কলঙ্ক পাপে, ক্রোধে যেন বিশ্ব কাঁপে,
নির্ব্বাণ হইল রবি দেখি অবিচার ;
উঠিল অমর লোকে ক্রন্দনের ধ্বনি।

(৩৩)

মায়ে সম্বোধিয়া যিশু বলে " দেখ নারী !—
তোমার পুত্রের আজ হয় কি দুর্গতি। "—
কহে জন্ পানে ফিরে, "দেখো তব, জননীরে,
করিনু এখন আমি স্বর্গপুরে গতি। "—
শুনে কথা কাঁদে সবে চক্ষে বহে বারি।

(৩৪)

হায় রে ! প্রাণের বন্ধু, যিশু গুণধাম,
এত কষ্ট বিধি তোর লিখেছিল ভালে !
নির্ম্মল স্বভাব হয়ে, এতেক যাতনা সয়ে,
কেন হারাইলি তুই পরাণ অকালে ;
ধন্য ! তোর সুচরিত্র, পুণ্য তোর নাম।

(৩৫)

কত নিন্দা গ্লানি আহা ! সয় তোর প্রাণে,
বলিহারী ধৈর্য্য ক্ষমা অনন্ত অপার !

কেমনে ধৈরয ধরি, রহিলে রে ক্রুশোপরি,
কণ্টকিত হয় দেহ স্মরণে যাহার ;
না জানি গঠিত তুই কোন্ উপাদানে !

(৩৬)

তব ভাগ্যে কেন ঐ নিগ্রহ অপমান ?—
থাকিতে আমরা পাপী হাজার হাজার ?
এ বিষের "পানপাত্র,"—পানের প্রকৃত পাত্র,
মম সম নয় ; কিন্তু বিধি বিধাতার,—
নিরমল মেষশিশু চাই বলিদান ।

(৩৭)

রে আত্মন্ ! তোর লাগি কত শুক্ত ঋষি,
হইয়াছে দণ্ডধারী পথের কাঙ্গাল ;
বিন্দু বিন্দু রক্ত দান, করি তেয়াগিল প্রাণ,
তবু তোর ঘুচিল না পাপের জঞ্জাল ;
হায় ! কবে পোহাইবে তোর দুঃখনিশি ।

(৩৮)

তৃতীয় প্রহর বেলা যখন গগনে,
চীৎকার করি খ্রিশু বলিল তখন ;—
"হে প্রভু করুণানিধি, পূর্ণ হ'ল তব বিধি,
এখন আত্মায় নাথ করহ গ্রহণ ;
সঁপিনু জীবন দেব ! তোমার চরণে ।"

(৩১)

এই বলি গেলা চলি অমরআলয়ে,
মরিয়া জীবন দিলা পাপী জীবগণে ;
এক এক রক্তবিন্দু, হ'ল শেষ পুণ্যসিন্ধু,
ভাসিল মেদিনী তার পবিত্র জীবনে
প্রবেশিল ভক্তিস্রোত হৃদয়ে হৃদয়ে।

গৃহস্থ বৈরাগী।

(১)

বল শুনি ও হে সাধু প্রেমিক বিহঙ্গ,
কেমনে হইলে সিদ্ধ তুমি, কি সাধনে ?
পুত্র পরিবার লয়ে, গৃহস্থ বৈরাগী হয়ে,
সুখে আছ, আহা ! যদি পাই তব সঙ্গ,
পুরাণপ্রসঙ্গ করি বিরলে দুজনে।

(২)

তুমি ভাই চিরসুখী এ মহীমণ্ডলে,
জান না জীবনে অন্নচিন্তার বেদন ;
সুখে খাও বনফল, নির্ম্মল নির্ঝরজল,

হরিগুণ গান করি ভ্রম দলে দলে ;
কল্য কি খাইবে বলি ভাব না কখন।

(৩)

স্ত্রী পুরুষ কেহ নহে কাহারো অধীন,
অথচ উভয়ে প্রেমে যেন গলাগলি ;
মিতাহারী মিতাচারী, স্বভাবের অনুসারী,
পুণ্যের শরীর রোগ বিকারবিহীন ;
সন্ন্যাসীর মত রীতি দেখি হে সকলি।

(৪)

ভ্রম নিত্য দেশে দেশে উদাসীন বেশে,
গাও গীত যথা তথা সুমধুর তানে ;
যেমন নারদ ঋষি, বিচরেন দিশি দিশি,-
বীণাধ্বনি সহ গান করি প্রেমাবেশে ;
রে বৈরাগী ! কে না মত্ত হয় তোর গানে ?

(৫)

যোগী তপোধনে যথা পালে মহীপাল,—
বিত্তদানে, স্বরাজ্যের মঙ্গলের লাগি ;
বিধাতার সদাব্রত, আছে তথা অবিরত,
বিমুক্ত, বিহঙ্গ সাধুতরে চিরকাল ;
পরিবার মাঝে যারা নিষ্কাম বিরাগী।

(৬)

গৃহে নাই শস্যাগার অন্নের বিধান,
তথাপি না ভাবে বৈরাগিনী বিহঙ্গিনী,
দিন আনে দিন খায়, প্রেমানন্দে নাচে গায়,
হেরি তার রূপচ্ছটা মুগ্ধ হয় প্রাণ ;
সুখী পরিবার হেন কোথাও দেখিনি।

(৭)

এমন সুন্দর সুখী হইলে কেমনে,
বল পিকবধূ, মোরে দেও উপদেশ ;
তোমার চরণ ধরি, বৈরাগ্য যাচ্ঞা করি,
ঠিক বল দেখি, চিন্তা হয় কি না মনে ?
দোঁহে মিলি কহ যোগতত্ত্ব সবিশেষ।

উত্তর।

(১)

হে মানব ! নহি মোরা সাধনেতে সিদ্ধ,
নাহি জানি কারে বলে ভজন পূজন ;
বলেছেন দয়াময়, নাহিক তোদের ভয়,
তাই এ বৈরাগ্যধর্ম্মে আমরা প্রসিদ্ধ ;
"কি খাব" এ চিন্তা মনে উঠে না কখন।

(২)

স্ত্রী পুত্র লইয়া গৃহে আছি চিরদিন,
বিশ্বাসে জীবন ধরি, কোন দুঃখ নাই ;
সুখে জ্ঞাতি বন্ধুসনে, থাকি তরু-কুঞ্জবনে,
বিধির নিয়মে চলি অথচ স্বাধীন ;
যখন যে দেশে ইচ্ছা তথা চলে যাই।

চরম সম্বল !

(১)

অসার জীবনভার বহিতে পারি না,
হায় ! গতি কি হইবে ;
কালস্রোতে অনুদিন, তনু মন হয় ক্ষীণ,
সঞ্চিত সম্বল পরিণামে কি রহিবে !

(২)

কোথা গেল আহা ! সেই শৈশবলাবণ্য—
অকলঙ্ক শশিছটা ;—
নিশার স্বপন সম, কৈশোরের অনুপম
উদ্যম উল্লাস হাসি আমোদের ঘটা।

(৩)

যৌবনমধ্যাহ্ন রবি গেল অস্তাচলে
হিয়া অন্ধকার করি ;

দুঃখে আশাসরোজিনী, মুদিল নয়নমণি,
ঘেরিল চৌদিক্ নিরাশার বিভাবরী।

(৪)

পলে পলে পরমায়ু ফুরাইয়া যায়
তারে রোধে সাধ্য কার ;
দেহের বিকারধর্ম্ম, ক্ষতি বৃদ্ধি নিত্যকর্ম্ম,
কিন্তু এক দিন ক্ষতি পূরিবে না আর।

(৫)

মানব জীবনস্রোত অবস্থা তরঙ্গে
কত বিধ ভাব ধরে ;
পাছে ফিরে নাহি চায়, অবিশ্রান্ত বেগে ধায়
কালসিন্ধু পানে, সুখ দুঃখের ভিতরে।

(৬)

জ্ঞান বুদ্ধি স্মৃতিশক্তি মানসিক বল
যারে বন্ধু মনে করি ;
কেহ তারা নহে স্থির, যথা জোয়ারের নীর,
একে একে সবে মোরে যায় পরিহরি।

(৭)

ভবের বাণিজ্যে তবে কি ফল ফলিল
হায়! এত দিন পরে ;
যত্র আয় তত্র ব্যয়, লাভমাত্র ভাবীভয়,
দহিবে কি প্রাণ পরিশেষে চিন্তাজ্বরে ?

(৮)

বিকলইন্দ্রিয় যবে হইবে শরীর,
জরা ব্যাধি মৃত্যুরোগে ;
তখন কেমন করি, কি অবলম্বন ধরি
কাটাইব কাল বল, কি সুখসম্ভোগে ?

(৯)

বিশ্বাস নির্ভর যোগ সমাধি সাধন
এই চরমের ধন ;
টুটে যাহে ভববন্ধ, পায় জীব নিত্যানন্দ,—
যোগে সঞ্জীবিত মুক্ত অনন্ত জীবন।

(১০)

ক্ষয়শীল ভগ্ন দেহপিঞ্জর-ভিতরে
আর কত দিন রব ;
যোগ শিক্ষা দিয়া নাথ, কর এবে আত্মসাৎ,
দেখাও স্বর্গের শোভা অতুল বিভব।

ভগ্নহৃদয়ের সান্ত্বনা।

(১)

হে আত্মন্ ! কেন শোকে হও ম্রিয়মাণ রে
কিসের ভাবনা তব বল !

হৃদয়বিহারী হরি, সঙ্গে দিবা বিভাবরী,
তাঁহারে ভাবিলে সুখী হয় না কি প্রাণ রে
যিনি চিরজীবনসম্বল ?

(২)

তাঁহারে পাইয়ে সুখী না হয় যে জন রে
তারে সুখী কে করিতে পারে ;
যাঁর লাগি অহর্নিশি, কত সাধু যোগী ঋষি,
অনাহারে অনিদ্রায় করিত সাধন রে
বিনাশিয়া বাসনাবিকারে।

(৩)

চিত্তবিনোদন তাঁর মধুর মূরতি রে
সকল সন্তাপনিবারণ ;
স্মরণে পাষাণ গলে, আঁখি ভাসে প্রেমজলে,
অশান্ত কঠোর মনে উপজে নির্ব্বৃতি রে
মৃত দেহে সঞ্চারে জীবন।

(৪)

সংসারঅনলে যবে দহিবে পরাণ রে
দুঃখে হিয়া অবসন্ন হবে ;
মমতা প্রণয় স্নেহ, প্রকাশিবে নাহি কেহ,
লোকালয় জ্ঞান হবে শ্মশান সমান রে
করিবেক অবহেলা সবে।

(৫)

তখন বিরলে বসি একান্ত হৃদয়ে রে

করপুটে সজল নয়নে ;

ডেকো দয়াময় বলি, প্রেম ভক্তিরসে গলি,

ভকতবৎসল সেই করুণানিলয়ে রে

পাবে শান্তি আশাহত মনে।

(৬)

দারিদ্র্যপীড়নে কিংবা লোকঅপমানে রে

দেখিবে যখন অন্ধকার ;

স্বার্থপর পরিজন, আত্মীয় কুটুম্বগণ,

করিয়া শোষণ রক্ত বধিবে পরাণে রে

চিন্তাজ্বরে হবে মাথা ভার ;—

(৭)

তখন নয়ন মুদি বসি যোগাসনে রে

যোগে চিত্ত সমাধান করি ;

দেখিবে সে প্রেমঘন, হরিরূপ নিরঞ্জন,

জুড়াবে হৃদয় তাঁর অমৃত বচনে রে

অকূল সাগরে পাবে তরি।

(৮)

ইন্দ্রিয়দংশনে কিংবা পাপপ্রলোভনে রে

শান্তিহীন হবে যবে প্রাণ ;

রিপুকুলে নিরখিয়া, শুকাবে কোমল হিয়া,
ভজন সাধনে সুখ পাবে না জীবনে রে
লাগিবে না ভাল নাম গান ;—

(৯)

কি হবে উপায় বল তখন তোমার রে
কার কাছে করিবে বিলাপ ?
কিন্তু কিছু নাহি ভয়, প্রার্থনার হবে জয়,
ব্যাকুল অন্তরে তাঁরে ডেকো বার বার রে
ঘুচিবে সকল মনস্তাপ।

কৃতজ্ঞতা।

(১)

জয় হরি দয়াময় করুণানিধান,
বিধাতা জীবনদাতা মঙ্গলনিদান ;
তোমার কৃপার দান, দেহ আত্মা মন প্রাণ,
করিয়াছ নাথ তুমি সকলি প্রদান ;
নিশ্বাস শোণিত করে তব নাম গান।

(২)

করিলে জননীগর্ভে জীবের সঞ্চার,
বিতরিলে প্রেম স্নেহ হৃদয়ে তাঁহার ;

পালিতে সন্তানগণে, দিলে দুগ্ধ মাতৃস্তনে,
রচিলে বনের মাঝে সোণার সংসার,
তুমি আদি পিতা মাতা সর্ব্বমূলাধার।

(৩)

উদাসীন বেশে একা আসি ভূমণ্ডলে
আত্মীয় বান্ধব মিত্র পাইনু সকলে;
জ্ঞান ধর্ম্ম অন্ন জল, পরিবার বাসস্থল,
করিলে বিধান তুমি করুণাকৌশলে;
ভাবিলে তোমার কৃপা আঁখি ভাসে জলে।

(৪)

সম্পদের সখা তুমি বিপদভঞ্জন,
পরম সুহৃদ ভক্তহৃদয়-রঞ্জন;
সুখে দুঃখে রোগে শোকে, ইহ কিংবা পরলোকে,
এক মাত্র তুমি দেব অচল শরণ;
যাচি যোড় করে দেও অভয় চরণ।

ঈশ্বর একমাত্র বন্ধু

বন্ধুহীন পুরী এই ভববনবাসে
একাকী থাকিতে প্রাণ চাহে না, কি করি,

কোথা যাই, কে আমায় বল ভালবাসে ;
আমিই বা কারে ভালবাসি প্রাণ ভরি ?

আকুল হইয়া যবে চাহি চারি ধারে,
নিকটে দেখি না হেন বন্ধু কোন জন
যে ভাবে আমারে কিংবা আমি ভাবি যারে ;
নাহি কারো সনে দৃঢ় প্রণয়বন্ধন।

মায়ার সংসারে হায় ! সকলি কি মায়া,
জলবিম্ব সম সব প্রপঞ্চ অসার ?
প্রেমবিনিময় কি হে কল্পনার ছায়া ?
কি সুখে জীবন বল ধরি তবে আর।

দেখিনু কেবল তব দৃষ্টির কিরণ
প্রেমময়, জ্বলে দিবা রাতি অন্ধকারে ;
অনিমেষে আছ চেয়ে খুলিয়া নয়ন ;
এক মাত্র তুমি দেব বন্ধু এ সংসারে।

প্রাণের সহিত ভাল বাসিব তোমায়,
দাস হয়ে চির কাল সেবিব চরণ ;
তোমা বিনা কেহ আর নাহিক কোথায়,

অনন্ত কালের সখা তুমি প্রাণধন।

দেও প্রভু যোগপক্ষ, উঠি চিদাকাশে
সুখে বিচরণ করি সমাধিপবনে;
আহা! কবে হব সুখী তব সহবাসে,
দেখিব আনন্দধাম যোগের নয়নে।

যথা জ্যোতির্ম্ময় দিব্য ভকতসমাজ
তব প্রেমানন্দনীরে আছেন মগন;—
জীবন্ত অনন্ত প্রেম করয়ে বিরাজ,
বহে অবিশ্রান্ত সুবসন্ত সমীরণ।

নাহি হয় অস্তমিত যথা রবি শশী,
প্রফুল্ল প্রসূনরাজি করে গন্ধ দান;
সেই সুখধামে আহা! সাধুসঙ্গে বসি,
কবে জুড়াইবে মোর শোকদগ্ধ প্রাণ।

অমরগণের সঙ্গে অনন্ত মিলনে,
তাঁদের সৌহৃদ্য প্রেম সুরুচি সুভাবে,
এক হয়ে বিহরিব হরির চরণে,
স্বভাব যেমন হয় বিলীন স্বভাবে।

বিপন্নের আত্মবিসর্জ্জন।

বিপদসমুদ্রে বহে প্রচণ্ড পবন
ভীমবেগে, অন্তস্তল আলোড়ন করি;
উঠিছে তরঙ্গ, রঙ্গে তাহে ভয়ঙ্কর;
সমরতরঙ্গে যথা নাচে সেনাবৃন্দ।
ভীষণ গর্জ্জন ঘন আস্ফালনে তার
শুকায় শোণিত, ভয়ে হুতাশে পরাণ
কাঁদে। নিরাশার নিবিড়ান্ধকারজালে
গ্রাসিল চৌদিক, মহাপ্রলয়ে যেমতি
বসুন্ধরা। নাভিশ্বাস উচ্ছ্বাস সঘনে
বহে নাসারন্ধ্রে, যেন পাতালে বাসুকী
গরজিছে, ক্ষয় করি পরমায়ুরাশি।
হায়! এ সঙ্কটে সবে প্রতিকূল; ত্রাসে
হস্ত পদ চাহে যেন পশিতে উদরে।
প্রজ্ঞা বুদ্ধি বিদ্যাবল আতঙ্কে কাতর
স্পন্দহীন; ধন জনে কি করিবে এবে?
বিচক্ষণ মন্ত্রী হেন আছে কে, যে পারে
প্রবোধিতে এ দুর্দ্দিনে? নির্ব্বাক্ সকলে।
কোথাও না হেরি আলো। ভবিষ্যৎগর্ভে
কতই না জানি শত্রুদল লুকাইয়া
করিছে প্রতীক্ষা, হায়! কখন কি হবে।

হরি হে! চলে না আর এখানে বিচার
চিন্তা যুক্তি। তুমি নাথ যা কর এখন,
বিপদভঞ্জন নামে। দিনু অঙ্গ ঢালি
স্রোতে তব, কর দেব বিচারে যা হয়।

চতুর ঈশ্বর!

(১)

জনকোলাহলে, স্বভাবের সুনিয়মে
ঢাকি নিজহাত, দেব, আছ লুকাইয়া;
স্থূলবুদ্ধি নর তাই পড়ি মহা ভ্রমে
বলে, তুমি সৃষ্টি করি গিয়াছ চলিয়া।

(২)

তাদেরি বা অপরাধ কি বল ঠাকুর!
খুঁজিয়া কে কোথা তব পাইবে সন্ধান?
অবোধ বালক মোরা তুমি সুচতুর,
কার সাধ্য বুঝে তব নিগূঢ় বিধান।

(৩)

তাই বলি! কার এত অদ্ভুত কৌশল?
নরবুদ্ধি, জড়ভূতে পারে কি কথন

চালাইতে হেনরূপে অবনীমণ্ডল ?
বুঝিনু গোসাঞী, আমি বুঝিনু এখন।-

(৪)

বেনামি করিয়া তুমি কর রাজকার্য্য,
তাই অল্পবুদ্ধি যত মোহান্ধ মানবে
বলে, এ ব্রহ্মাণ্ড অন্ধ নিয়মের রাজ্য ;
হায় ! এ বিষম ভ্রান্তি কত দিন রবে ?

(৫)

কোথা তুমি, কোথা বলি কাঁদিয়া বেড়াই,
কিন্তু শুনি সর্ব্বঘটে কর হে বিহার ;
ধরিতে ছুঁইতে তবু সহজে না পাই ;
অথচ সহজজ্ঞানে প্রকাশ তোমার।

(৬)

যা হোক্, শেয়ানা বড় ভক্তশিশুগণ,
নারিলে তাদের কাছে খেলিতে চাতুরী ;
করিল সহজে তারা মুক্ত আবরণ,
লুটিল ভাণ্ডার প্রবেশিয়া অন্তঃপুরী।

(৭)

দিব্যচক্ষে দেখি তব রূপ মনোহর,
পিঁপীলিকা ধায় যথা শর্করার ঘ্রাণে ;
ধরিল তেমতি নাথ, তোমার শ্রীপদ,
ঘোষিল গুণের কথা যেখানে সেখানে।

(৮)

স্বভাব তোমার যথা শুভ্র কাচমণি,
জ্বলন্ত উজ্জ্বল, তথা সাধুর জীবন,
সুনির্ম্মল; জলে যাহে দিবস রজনী
তোমার রূপের ভাতি, মূরতি মোহন।

(৯)

ভৌতিক পদার্থ, জীবদেহ ভেদ করি
পশে বিশ্বাসীর চক্ষু ব্রহ্মরূপাধারে;
দেখে সে সর্ব্বত্র চিদানন্দের লহরী,
কোন ব্যবধান তথা তিষ্ঠিবারে নারে।

(১০)

আহা! কি সুন্দর সেই প্রেমের মিলন,
নদীর প্রবাহ যথা সাগরসঙ্গমে;
তরঙ্গে তরঙ্গে করে প্রেম আলিঙ্গন,—
পশি দোঁহে দোঁহাকার মরমে মরমে।

(১১)

এমন নিগূঢ় যোগে গাঁথা প্রাণে প্রাণে,
গভীর সমুদ্রে যথা লবণাম্বুরাশি;
তবু কেন হায় ভুল হয় গো কে জানে!
দেখাও স্বরূপ প্রভু ব্যবধান নাশি।

শরীর আত্মার বিবাদ।

(১)

তোর লাগি রে শরীর ! ইন্দ্রিয়ের দাস,
হ'ল না আমার, হরিভজন সাধন ;
বৃথা দিন যায় চলি, এ দুঃখ কাহারে বলি,
ভাবিলে বিদরে প্রাণ, হই হতাশ্বাস ;
কত দিন তোরে আর করিব বহন ?

(২)

ক্ষুধা নিদ্রা জরা ব্যাধি ভোগসুখআশা,
নানা উপসর্গে তুই সদা বিড়ম্বিত ;
জীবন সর্ব্বস্বধন, করিলাম সমর্পণ,
পূরিল না তবু তোর বাসনাপিপাসা ,
সঙ্গদোযে হায় ! আমি হইনু ঘৃণিত।

(৩)

স্বর্গের বিহঙ্গ আমি, অমর চিন্ময়,
ঊর্দ্ধদিকে সদা গতি, কিন্তু তোর টান
কেবল সংসারপানে, বিষয় গরলপানে,
হায় রে ! ভৌতিক দেহ, ভূতের তনয় ;
তোর প্রেমে ম'জে আমি হারাইনু প্রাণ।

(৪)

কামাদি ইন্দ্রিয় ছয় নরকদুয়ারে
পাপের পিশাচগণ করে গতিবিধি ;

প্রাণের মন্দিরে পশি, আত্মার আসনে বসি,
উগারে কলুষরাশি হৃদয়আধারে;
নানা ছল করি হরি লয় পুণ্যনিধি।

(৫)

তোর জন্যে ভেবে সারা হ'ল রে জীবন,
জনমিয়া দেবঅংশে হইনু চণ্ডাল;
কি খাইব, কি পরিব, কেমনে সুখে থাকিব,
এই চিন্তানলে সদা জ্বলে প্রাণ মন;
অসার উদ্বেগে হায়! গেল চিরকাল।

(৬)

তোর অনুরোধে এই অনিত্য সংসারে
বন্দীর মতন দুঃখে করি কাল ক্ষয়;
নৈলে আমি স্বর্গবাসে, থাকিতাম অনায়াসে,-
যোগানন্দে মগ্ন হয়ে ভক্তপরিবারে;
অসঙ্গ উদাসী আমি, আমার কি ভয়?

(৭)

দাসের কি অপরাধ, বল গুনমণি,
অকারণে কেন দোষী করিছ আমায়?
আছি তব আজ্ঞাধীন, ক্রীত দাস চিরদিন,
যখন যা বল তাহা করি হে তখনি।
তুমি সুবিবেকী জ্ঞানী, আমি জড়কায়।

(৮)

কিন্তু কর যবে বিধিবহির্ভূত কর্ম্ম,
হও স্বেচ্ছাচারী ঘোর নাস্তিক সমান ;
তখন পারি না আর, সহিতে সে অত্যাচার,
নির্ভয়ে পালন করি স্বভাবের ধর্ম্ম ;
বিদ্রোহী তোমায় জানি হই সাবধান।

(৯)

অবহেলি বিধাতায় পারি না কখন
শুনিতে তোমার কথা, জানিবে নিশ্চয় ;
যিনি ব্রহ্ম পরাৎপর, সর্ব্বোপরি মহেশ্বর,
করিব না কভু তাঁর বিধান লঙ্ঘন ;
তাই প্রতিবাদ করি সময় সময়।

(১০)

হইব না আমি তব কর্ম্মফলভাগী,
আজ্ঞাবহ সেবকের দায়িত্ব কোথায় ?
নিজদোষে বার বার, কর তুমি পাপাচার,
আমি কেন অপরাধী হব তোমালাগি ?
ঘাতকের অসি কি কখন দণ্ড পায় ?

(১১)

ব্যবহার দোষে হয় পাপের সঞ্চার,
বস্তুর কি দোষ, সে তো ইচ্ছার অধীন ?

ভাবি দেখ মনে মনে, কার দোষে কি কারণে
হইয়াছ স্বর্গভ্রষ্ট, বিকৃত আকার ;
আমি কি করিতে পারি তোমায় মলিন ?

(১২)

বৈরাগ্যবীরত্ব যদি থাকিত তোমার,
পারিতে যদ্যপি প্রকাশিতে ধর্ম্মবল,
তা' হইলে অনায়াসে, রাখিতে পারিতে দাসে,
আত্মবশে চিরকাল করি আপনার ;
নিজের আমার বল কি আছে সম্বল ?

(১৩)

হে মিত্র সুধীর ! তুমি বলিলে যা, সত্য ।
আমি দুষ্ট নীচাশয় অধম নারকী ;
স্বইচ্ছায় পাপ করি, দৈবাদেশ পরিহরি,
কে রক্ষিবে তারে করে যে রোগী কুপথ্য ?
তুমি সখে হরিভক্ত, আমিই পাতকী ।

স্বভাবসঙ্গ ।

(১)

প্রকৃতির সুকোমল সুখসহবাসে আহা !
কতই আরাম ;

চল মন যাই তথা, বনের বিহঙ্গ যথা,
তরুশাখে বসি সদা গায় হরি নাম;
সুমন্দ মলয়ানিল বহে অবিরাম,
চল সে আনন্দধামে ত্যজি লোকালয় রে
নিরাপদে করিগে বিশ্রাম।

(২)

চন্দ্রাতপ সম, মণি-মুকুতা-খচিত নীল
অনন্ত গগন;
করে তাহে ঝল মল, রবি শশী তারাদল,
হেরিলে সে শোভা আহা! জুড়ায় নয়ন;
ইচ্ছা হয় নদীতটে পাতিয়া বসন,
শুয়ে শুয়ে ঊর্দ্ধ নেত্রে সৌরলোকসনে রে
করি সুখে প্রেমআলাপন।

(৩)

কবিচিত্তপ্রমোদিনী ফুটন্ত গোলাপ আয়!
তোরে বক্ষে ধরি
জুড়াই তাপিত হিয়া, একদৃষ্টে নিরখিয়া,
নাসারন্ধ্রে সদ্যোমকরন্দ পান করি;
হরিদ্ বরণ পত্রে ঢাকা আহা মরি!
কিরূপ লাবণ্য, তোর সহাস্য বদনে রে
লইল আমার প্রাণ হরি।

(৪)

শ্বেতকান্তি সুধামুখী কুবলয়, কমলিনী,

মল্লিকা মালতী ;

যত সব ফুলমালা, প্রেমগন্ধা সুরবালা,

বনলতা, মৃগবধূ সরলা সুমতী ;

গিরিসুতা শৈবলিনী, বিহগদম্পতী,

তুয়া সবাকারে আমি বড় ভাল বাসি রে

পুণ্যবতী তোরা সাধ্বী সতী।

(৫)

ইচ্ছা হয়, শুয়ে একা নবদূর্ব্বাদলোপরি,

বিজন কাননে,

ফুলগুলি বক্ষে রাখি, পরিমল অঙ্গে মাখি,

লুকাইয়া থাকি নব পত্র-আবরণে ;

গল্প করি ব'সে ব'সে তাহাদের সনে,

স্বভাবের ফল ফুলে দেখি সেই সখারে

প্রাণেশ্বর হৃদয়রতনে।

(৬)

কুল কুল রবে নদী বেগে ধায় দিবা নিশি

তুলিয়া লহরী ;

সৈকত পুলিনে তার, খেলিছে তরঙ্গহার,

তদুপরি চন্দ্ররশ্মি নানা রূপ ধরি

নাচে মীনসনে, জলতল আলো করি ;

স্নিগ্ধ বায়ু বহে যার পরশে নিমেষে রে
সংসারের যাতনা পাসরি।

(৭)

নবীন নীরদ ঘন বর্ষা সমাগমে যবে
ছায় নীলাম্বর ;
আঁধারিয়া জল স্থল, ছড়ায় মুকুতাফল,
গরজে গম্ভীর নাদে চমকি অন্তর ;
বিকাশে কনকলতা দামিনী সুন্দর,
তখন আমার প্রাণ নেচে নেচে উঠে রে
যথা বনে নাচে শিখিবর।

(৮)

উচ্চশির গিরিমালা, নীলবক্ষ নীরনিধি
বন উপবন ;
তরুণ তপনকর, শরতের সুধাকর,
নির্দোষ আনন্দময় মেষশিশুগণ ;
ক্রীড়াশীল প্রজাপতি বিচিত্র বরণ,
সবাই আমার চক্ষে প্রিয়দরশন রে
কেহ নাহি হয় পুরাতন।

(৯)

ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সরল স্বভাব অতি
অমল চরিত ;

তাদের পবিত্র সঙ্গ, বাল্যলীলা রসরঙ্গ,
ক্রন্দন কুর্দ্দন হাস্যামোদ নৃত্য গীত ;
এ সকলো ভালবাসি প্রাণের সহিত ;
কিন্তু স্বার্থপর অসরল জনসঙ্গে রে
কোন কালে হয় না পীরিত।

(১০)

কেবল নরের প্রতি কেন হায় বল দেখি
হেন ভাব হয় !
সৃষ্টির ভূষণসার, তারা বহু গুণাধার,
ভগবতঅনুকৃতি জ্ঞানী সদাশয় ;
স্বভাব অভাবে বুঝি বিকৃত হৃদয় ?
তাই দানবের মত ; কিন্তু সাধুগণ রে
চিরশান্তি বিশ্রাম আলয়।

(১১)

স্বভাবের অবতার সেই সাধুসঙ্গ আমি
বড় ভালবাসি ;
ভক্তিভরে অবনত, ফলিত বৃক্ষের মত,
তাঁদের জীবন আহা ! নিঃস্বার্থ নিরাশী
অমর দেবতা তাঁরা সুরপুরবাসী ;
এই সুখধামে আমি থাকিতে সদাই রে
মনে মনে বড় অভিলাষী।

বিস্ময়।

(১)

এ কি দেখি কীর্ত্তি ! মহান্ প্রকাণ্ড,
শূন্যে ভ্রাম্যমাণ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড,
যে দিকে যখন, ফিরাই নয়ন,
নিরখি বিচিত্র সৃষ্টি অগণন,
আকাশে ধরণীতলে ;
নীরবে সকলে করে কোলাহল,
ছুটে ব্যোমে ব্যোমে জ্যোতিষ্কমণ্ডল
গরজে জলধি, ধায় নদ নদী,
বহে প্রভঞ্জন বেগে নিরবধি,
মহা তেজে অগ্নি জ্বলে।

(২)

অসংখ্য কীটাণু ভাসে সিন্ধুজলে,
চরে যথা তথা জীব দলে দলে ;
মানবজীবনে, চেতনাচেতনে,
কতই কৌশল নেহারি নয়নে,
যেন সব ভোজবাজী ;
নিজের ভিতরে দেখি যে আবার
চিন্তার প্রবাহ বুদ্ধির আধার,
উথলিছে প্রীতি, জ্ঞান ধর্ম্ম নীতি,—

বিবেক চৈতন্য ধরমপ্রকৃতি ;—
ভাবের তরঙ্গরাজী।

(৩)

কে সব ইহারা কাহার রচনা !
কার রূপ গুণ প্রকাশে বল না ?
কিছুই জানি না, দেখেও দেখি না,
বিজ্ঞানে দর্শনে বুঝিতে পারি না,
সব প্রহেলিকাময় ;
প্রতি ঘটে ঘটে বিরাজে চৈতন্য,
ব্রহ্মজ্যোতিঃশিখা জ্বলিছে অগণ্য,
স্বভাবের ধর্ম্ম, জগতের মর্ম্ম,
ইন্দ্রিয়ের অবিষয়।

(৪)

পাখির পাখায় গাছের পাতায়,
সলিলদর্পণে অনলশিখায়,
জলদের গায়, শশীর ছটায়,
কার অপরূপভাতি শোভা পায়
বিবিধ মূরতি ধরি ?
জিমূতনিনাদে পয়োধিতরঙ্গে,
মহোচ্চ ধবল অচলের অঙ্গে,
প্রলয় পবনে, মহাভূকম্পনে,

কার শক্তি হেরি জগদ্বাসিজনে
কাঁপে ভয়ে থরহরি ?

(৫)

কুসুমসৌরভে শিশুর বদনে,
বিকচ কমলে সাধুর জীবনে,
জননীর স্তনে, দয়ালুর মনে,
সতীর সতীত্বে শুদ্ধ আচরণে
কার প্রেম পুণ্য শোভে !
সকলেরি মাঝে সেই একেশ্বর,
যিনি আদি অন্ত মঙ্গলআকর,
সর্ব্বমূলাধার, বিভু সারাৎসার,
পিপাসু আমার হৃদয় তাঁহার
শ্রীচরণামৃত লোভে।

বন্ধু অন্বেষণ।

(১)

একটী প্রাণের বন্ধু যদি আমি পাই রে,
তা হইলে চিরসুখে জীবন কাটাই রে।

হায় আমি কোথা যাব, কোথায় সে বন্ধু পাব,
বিশাল ধরণীমাঝে কেহই কি নাই রে ?
যার তরে লোকারণ্যে কাঁদিয়া বেড়াই রে ?

(২)

অনেক আত্মীয় যার, কেহ নাই বন্ধু তার,
তরল প্রণয় তার ঘনীভূত হয় না ;
পূরে না হৃদয়আশা, নাহি ফুটে ভালবাসা,
প্রাণের গভীর তৃষা কিছুতেই যায় না।

(৩)

একটী হৃদয় চাই, তা হইলে বেঁচে যাই,
মন খুলে বলি ভাই সব কথা তাহারে ;
সুখে দুঃখে দুই জনে, এক প্রাণে এক মনে,
করি প্রেম বিনিময় এ ভবের বাজারে।

(৪)

এমন কি ধন আছে, চাহিব তাহার কাছে,
ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু খুঁজিয়াত পাই না ;
তবে কেন প্রাণ টানে, ভাবের ভাবুক পানে ?
বিধাতা পুরুষ জানে, আমি কিছু জানি না।

(৫)

এই মাত্র আকিঞ্চন, পাই যদি এক জন,
জীবনের ভার সব দিয়ে তার উপরে ;

ভুলে যাই সব দুখ, আশায় বাঁধিয়া বুক,
মনে মনে ভুঞ্জি সুখ সদানন্দ অন্তরে।

(৬)

খালি করে হৃদাধার, ভাবের আবেগভার,
ঢেলে ঢেলে দিই তার হিয়ামাঝে যতনে ;
বক্ষেতে মস্তক রাখি, মিলিয়া যুগল আঁখি,
মুখ পানে চেয়ে থাকি অনিমেষ নয়নে।

(৭)

সম্মুখে বা অন্তরালে, ইহ কিম্বা পরকালে,
যেখানে যখন থাকি তারি হয়ে রহিব ;
দেখিতে পাই না পাই, হৃদয়ে রাখিতে চাই ;
যথা তথা মনে মনে তারি গুণ গাইব।

(৮)

সে আমার আমি তার, এই কথা অনিবার
উভয় হৃদয়তারে নিরন্তর বাজিবে ;
বঁধু মোরে ভালবাসে, এই সুখকর আশে,
বিচ্ছেদের ব্যবধান তিরোহিত হইবে।

(৯)

না হইলে ব্যক্তিগত, পক্ষপাতে-পরিণত—
মূর্ত্তিমান ঘনীভূত প্রেমে মোর বাঁধে না ;

তাই রে প্রেমিক জন, করে বন্ধু অন্বেষণ,
সমভাবী এক জন না পেলে সে বাঁচে না।

(১০)

অনন্তের প্রেমাভাস, হয় যবে স্বপ্রকাশ,
মানবহৃদয়াধারে মূর্ত্তিমান আকারে ;
তখন বুঝিতে পারি, হরি ভক্তচিত্তহারী
কেমন মোহন রূপে বিরাজেন সংসারে।

(১১)

সাধু বন্ধু বিনা ভাই, অনন্তে কেমনে পাই,
অসহায়ে একা সেথা যাইতে যে পারি না ;
তাই করি অন্বেষণ, সঙ্গী সখা এক-জন ;
দোসর পাইলে আর কারো তরে ভাবি না।

(১২)

ভগবদ্ভক্তজনে, তাই রে ব্যাকুল মনে,
ভক্তসহবাস লাগি করে কত সাধনা ;
সৎসঙ্গে প্রেমযোগ, সশরীরে স্বর্গভোগ,
দূরে যায় ভবরোগ, পূর্ণ হয় কামনা।

প্রকৃতির পরিচর্য্যা।

(১)

নিদাঘ তপনে সন্তাপিত কলেবর,
বিন্দু বিন্দু ঝরে স্বেদ ললাট বহিয়া ;

সংসারের চিন্তানল তাহার উপর,
বাসনা পবনযোগে উঠিছে জ্বলিয়া।

(২)

এমন সময় প্রকৃতির কাম্য বনে
নব পল্লবিত এক পাদপছায়ায়
বসিনু আসিয়া একা অবসন্ন মনে ;
পথশ্রমে পরিশ্রান্ত যেন মৃত প্রায়।

(৩)

অনন্ত দুঃখের ভারে বিষাদিত প্রাণ,
দশদিক্ নিরাশার আঁধারে মগন ;
লোকালয় জ্ঞান হয় শ্মশান সমান,
আপনার বলিবার নাহি কোন জন।

(৪)

দেখি মোর হীন দশা মলিন বদন
শীতল সুগন্ধবহ মলয় সমীর ;
ধীরে ধীরে প্রেমভরে দিয়া আলিঙ্গন
মুছাইয়া ঘাম সুস্থ করিল শরীর।

(৫)

আহা কি কোমল সেই মধুর হিল্লোল.
পরশে নিমেষে যেন পাইনু জীবন ;

জরাদেহে যথা জননীর স্নেহকোল
তাপিত হৃদয়ে করে শান্তি বরষণ।

(৬)

সেই সুবিমল মৃদু পবনতরঙ্গে
ভাসিতে লাগিল বনফুল-পরিমল ;
দোঁহে মিলে নেচে নেচে পথিকের সঙ্গে
করিতে লাগিল যেন আলাপ কুশল।

(৭)

দেখিয়া তাদের সেবা আদর যতন
ধাইয়া আসিল কাছে বিহঙ্গের দল ;
মধুর সঙ্গীতরবে করি সম্ভাষণ
ভুলাইয়া দিল মোর যাতনা সকল।

(৮)

শুনিয়া সে গীতধ্বনি মোহিত হইয়া
চাহিনু সহসা যবে মাথার উপরে ;
দেখিলাম নীলাম্বর হাসিয়া হাসিয়া
কি যেন কহিছে কথা অলৌকিক স্বরে।

(৯)

তার তলে ঘনপত্র বৃক্ষশাখাগণ,
সরস সুন্দর অতি নেত্রসুখকর ;
ইতস্ততঃ বায়ুভরে করি সঞ্চরণ
আমাপানে হইতেছে যেন অগ্রসর।

(১০)

অদূরে প্রসূনরাজী প্রফুল্ল আননে
হাসিয়া পড়িছে ঢলি সমীরণ ভরে ;
আমারে পাইয়া তারা একাকী বিজনে
সুরভীর বেশ ধরি পশিল অন্তরে।

(১১)

তপোবনবাসে যথা ঋষিকন্যাগণ,
প্রেমার্দ্রহৃদয়ে করে অতিথি সৎকার,
তেমনি প্রকৃতি দেবী সখীর মতন,
মধুর সম্ভাষে ঘুচাইল দুঃখভার।

(১২)

কেন গো অধমে বল এত সমাদর,
আমালাগি কেন এত যতন প্রয়াস ?
তোমরা স্বর্গের দূত, আমি স্বার্থপর,
শান্তিহীন পাপী নর বাসনার দাস।

(১৩)

দেখি তোমাদের স্নেহ মমতা প্রণয়
কুন্ঠিত হইনু আমি বলিব কি আর ;
প্রসন্ন করিতে মোর বিষণ্ণ হৃদয়,
আহা কিবা ভালবাসা তোমা সবাকার।

(১৪)

বিদেশী পথিক আমি মূঢ় নীচাশয়,
তবু নিজগুণে কাছে আসিয়া আমার
প্রেমউপহার দানে তুষিলে হৃদয় ;
ধন্যবাদ ! তোমাদের করি নমস্কার।

(১৫)

স্বর্গের সুমন্দ বায়ু সেবিছে আমায়,
দেবভোগ্য পুষ্পগন্ধে প্রাণ পুলকিত,
অমরবাঞ্ছিত গীত বিহগেরা গায় ;
আমিত ইহার যোগ্য নহি কদাচিত।

(১৬)

হায় ! আমি হইতাম যদি বনফুল,
তা হইলে মিশে ঐ কুসুমের দলে ;
আপনার গন্ধে হয়ে আপনি আকুল
করিতাম সুখী শ্রান্ত মানব সকলে।

(১৭)

বালক বালিকা শিশু যুবা নরনারী
যতনে গাঁথিয়া মালা পরিত গলায় ;
জ্ঞানী মূর্খ দুঃখী ধনী ঋষি বনচারী
করিত আদর সবে কতই আমায় !

(১৮)

কিম্বা হইতাম যদি মারুত মলয়,
কুসুম সুরভীভার মাথায় লইয়া
ফিরিতাম বনে বনে ছাড়ি নিজালয়,
পরিশ্রান্ত জনে শান্তি দিতাম আনিয়া।

(১৯)

কেন না হইনু হায়! বৃক্ষের মতন,
সর্ব্বজনাশ্রয়, ভুলি আত্ম পর জ্ঞান;
ফল পুষ্প ছায়া জীবে করি বিতরণ
থাকিতাম পরপ্রেমে হয়ে প্রেমবান্।

(২০)

শিখিনু তোমার কাছে প্রকৃতি ভগিনি,
শ্রান্ত অতিথির প্রতি প্রেমব্যবহার;
বিরলে বসিয়া তুমি দিবস যামিনী
পালন করিছ আজ্ঞা জগত পিতার।

প্রীতিঃ পরমসাধনম্।

(১)

না থাকিত যদি প্রেমআকর্ষণ মানব হৃদয় মাঝে:
তা হইলে কেহ রহিতে কি কভু
পারিত জনসমাজে?

ভিতরে ভিতরে বহে নিরবধি,
প্রেমতরঙ্গিনী, যথা ফাল্গুনদী,
শুভযোগ পেলে, উঠে বেগে ঠেলে,
প্রকাশিত হয় কাজে।

(২)

ধরে বেঁধে প্রেম কখন না হয়, সকলেই মনে জানে
তবু নিজ মতে, আপনার পথে,
অপরে ধরিয়া টানে।
অকালে ফুটে না কমল কলিকা,
গোলাপ চম্পক মালতী মল্লিকা,
ফুটালে সবলে, কৃত্রিম কৌশলে
ব্যথা পায় তারা প্রাণে।

(৩)

ধনী গুণবান্ সুন্দর সুন্দরী যুবক যুবতী যত,
কল্পনা আলোকে কল্পনার ছবি
দেখে নিজঅভিমত ;
নব অনুরাগে, ভাবের আবেশে,
ধায় অন্ধভাবে উন্মাদের বেশে,
আঘাত পাইয়া আসে পিছাইয়া
হয় শেষে মর্ম্মাহত।

(৪)

বচনচাতুরী রূপের মাধুরী দুদিনে ফুরায়ে যায়,
প্রকৃত প্রণয়   হৃদয়মাঝারে
চিরদিন শোভা পায় ;
দেখি শুভক্ষণ   বিধাতা যখন
করেন বিকাশ তায় ;
তখন সে ছুটি,   মায়াবন্ধ টুটি
অনন্তের পানে ধায় ।

(৫)

ভাঙ্গে যবে বাঁধ তখন তাহারে কেহ কি রোধিতে পারে ?
যথা স্রোতস্বতী   মহা বেগবতী
ধায় খরতর ধারে ;—
হৃদয় ভেদিয়া   তরঙ্গ তুলিয়া
লাজ ভয় মান সম্ভ্রম ত্যাজিয়া
চলে ভীম টানে,   প্রণয়ীর পানে
ডুবাইয়া দেয় তারে ।

(৬)

কি হইবে মিছে বাঁধিয়া সংসার প্রেম যদি নাহি হয় ?
দলের ভিতরে   কি হইবে থেকে
কেহ যদি কারো নয় ?
নর নারী হৃদে   জ্বলে প্রেমমণি
তার বিনিময়ে হও সবে ধনী,

সার প্রেম ধন　　　কর আহরণ
　　দেখ সব প্রেমময়।

(৭)

মানুষে মানুষে　　　প্রণয়ের যোগ,
　সশরীরে আহা যেন স্বর্গভোগ ;
সে সুখ ছাড়িয়া,　　　বিবাদে মাতিয়া
　　করিনু গরল পান ;
তাই এ জীবন　　　কাঁদিয়া কাঁদিয়া
　মহা দুঃখে দিন গেল রে চলিয়া ;
ভুলে মিছা, আশে,　　　ভ্রান্তির বিলাসে
　　হতাস হইল প্রাণ।

(৮)

হৃদয়ে হৃদয়ে　　　আছে প্রেমবিন্দু,
　তার অন্তরালে মহা প্রেমসিন্ধু ;
মিশে বিন্দুসনে　　　সিন্ধুর সদনে
　　হায় আমি যাব কবে ;
জীবনের আশা　　　প্রাণের পিপাসা
　হবে নিবারিত দিয়ে ভালবাসা,
পশিয়া মরমে　　　গলিয়া চরমে
　　সিন্ধুমাঝে বিন্দু রবে।

সারসিদ্ধান্ত।

(১)

কেন ভাই এত গণ্ডগোল !
বাজাইয়া করতাল খোল—
যথা নদীয়ার চাঁদ, ভাঙ্গি দলাদলি বাঁধ
যবনে চণ্ডালে দিত কোল,
নাচ আর বল হরিবোল।

(২)

ভেদবুদ্ধি দুঃখের নিদান,
হরিপ্রেম স্বর্গের সোপান ;
সর্ব্বঘটে বর্ত্তমান, চিদানন্দ ভগবান,
তাঁর চক্ষে সকলে সমান,
ভাগবত গীতার প্রমাণ।

(৩)

ধর্ম্ম কর্ম্ম করি লোকে সাধু হয় ইহ লোকে
পরিণামে পায় শেষে শান্তি হরিচরণে ;
জীবে দয়া নামে ভক্তি, যোগ ভক্তি অনাসক্তি
এইত ধর্ম্মের লক্ষ্য কহে শাস্ত্র বচনে।

(৪)

তবে আর ঘরে ঘরে কেন দ্বন্দ্ব করে নরে,
এক অন্যে কেন দেয় পাঠাইয়া নরকে ;

বিবাদে কি প্রয়োজন, কর ধর্ম্ম উপার্জ্জন,
অশান্তি বিচ্ছেদ দূর হবে এক পলকে।

(৫)

উদ্দেশ্যে নাহিক ভেদ, এক ব্রহ্ম এক বেদ;
সবাকার ধর্ম্ম এক উপাদানে রচিত;
এক দয়া এক স্নেহ, এক ছাঁচে গড়া দেহ,
হৃদয়ে হৃদয়ে বহে এক রক্ত লোহিত
তাই বলি ভাই গোলে কাজ নাই
এস গলা ধরাধরি করি
যাই প্রেমধাম গাই হরিনাম
আনন্দে বদন ভরি।
ভিন্ন ভিন্ন পথ, ভিন্ন ভিন্ন মত
কিন্তু এক গম্য স্থান।
যে যেমনে পারে, ট্রেনে ইষ্টীমারে
হোক সেথা আগুয়ান।
উপায় লইয়া উদ্দেশ্য ভুলিয়া
যে জন বাসয়া থাকে।
মাঝ পথে পড়ি, বায় গড়াগড়ি
দুঃখ বলে বোল চাকে।
চোক ভরে যাদ এই ভবনদী
পার হতে পার বন্ধু

লোকের কথায় কিবা আসে যায়
পিবে সুখে প্রেমমধু।
এস ভাই তবে হরিপ্রেমে সবে
নাচি গাই অবিরাম ;
প্রেম সারধর্ম্ম, প্রেম সাধু কর্ম্ম
প্রেমে হবে পূর্ণকাম।
হরির ভিতরে দেখি সব নরে.
তাহার ভিতরে হরি ;
ভুলি আপনারে বিশ্ব পরিবারে
রাখি হিয়া মাঝে ধরি।
ছাড়ি ধর্ম্ম ভাণ বৃথা অভিমান
হও প্রেমযোগে লয় ;
প্রেম আলিঙ্গনে, বাঁধি জগজ্জনে
গাও হে প্রেমের জয় :

সতী কি বিধবা ?

(১)

সতী কি বিধবা হয় থাকিতে জীবন,
পতি যার গতি মুক্তি চিরন্তন ধন ?

দুই দেহে এক প্রাণ, নাহি ভেদ ব্যবধান,
অনন্ত কালের তরে তাদের মিলন,
দেহ নাশে নাহি যায় সে প্রেম বন্ধন।

(২)

আহা পতিব্রতা সতী ভারত ললনা,
কার সঙ্গে দিব আমি তোমার তুলনা :
তুমি আর্য্যকুলরমা, মূর্ত্তিমতি শান্তি ক্ষমা,
গৃহাশ্রম সুখধাম তব অধিষ্ঠানে ;
প্রেমের প্রতিমা ঘোর সংসার শ্মশানে।

(৩)

সধবা-সৌন্দর্য্যে বিধবার ব্রহ্মচর্য্যে
সতীত্বের জ্যোতি সুধাময়
দেখেছি যা এ নয়নে, গৃহে কিম্বা তপোবনে,
অন্তর হইতে তাহা হবে না বিলয়।

(৪)

সালঙ্কারা লজ্জাশীলা সধবা যুবতী,
অলক্ত রঞ্জিত রাঙা চরণ দুখানি ;
কপালে সিন্দূর বিন্দু, কমনীয় মুখ ইন্দু,
মৃদু স্বরে ঝরে তাহে সুধামাখা বাণী ;
কোলে স্তন্যপায়ী শিশু সুকুমার মতি।
সে রূপের অভ্যন্তরে, জগতের ঘরে ঘরে,
দেখিয়াছি আমি তব মোহন মূরতি।

(৫)

বিধবার জিতেন্দ্রিয় ক্ষীণ কলেবর,
রুক্ষকেশ শোক মাখা বদন মণ্ডল ;
নিরখি বিদরে হিয়া, উঠে প্রাণ সিহরিয়া,
বৈরাগ্যে প্রভাবে হয় উদাস অন্তর।
হায় কে ঢালিয়া দিল অমৃতে গরল !
করিত যে মুখ খানি প্রেমে ঢলঢল,
কোমল কুসুম সম, দেহ কান্তি মনোরম.
অনন্ত শান্তির রসে ভাসিত কেবল ,
জ্বলে আজ তাহে চির শোকের অনল ৷

(৬)

কিন্তু আমি কাঁদি কেন আর,
হয়ে দুঃখী দুঃখে বিধবার ?
সতী কি কখন হয় বিধবা অনাথিনী
পতিগত জীবন যাহার ?
চিরপ্রেমে হয় সে যে পতিসহধর্ম্মিণী
থাকে দোঁহে হৃদয়ে দোঁহার।

হে সতি ! বিধবা পতিব্রতা ব্রহ্মচারিণী,
কে বলে তোমায় পতিহীনা মন্দভাগিনী ?
বৈরাগ্যের চিতানলে

ধরিয়া স্বামীর গলে,
পশিলে আনন্দে হয়ে তাঁর চিরসঙ্গিনী,
ত্যেজিয়া অসার তনু হলে স্বর্গবাসিনী।

(৮)

তোমার কৃষাঙ্গ খানি হয় দিন দিন
পতিব্রত যজ্ঞে যেন পতিসঙ্গে লীন ;
আত্মায় আত্মায় মিশি,
প্রেমযোগে দিবা নিশি
ছায়ার মতন থাক স্বামীর অধীন,
অন্তে অনন্তের বক্ষে হবে দোঁহে লীন

দেবপ্রভাব।

(১)

জ্বলিছে ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মতেজের প্রভায়
অন্তরে বাহিরে প্রতি পরমাণু মাঝে ;
অনন্ত শক্তির স্রোত মহাবেগে ধায়,
সাজাইয়া প্রকৃতিরে নানাবিধ সাজে।
সেই তেজে জ্বলে রবি শশী তারাদল,
চমকে চপলা মহাবনে দাবানল :

(২)

তাহারি প্রভাবে ছুটে ভীম প্রভঞ্জন,
উথলে জলধিজল গভীর গর্জ্জনে ;
ব্যোমপথে মেঘমালা করে সঞ্চরণ,
অশনি নিনাদ হয় গগনে গগনে।
বিদারি ধরণী বক্ষ মহাদ্রুমরাজী,
ঊর্দ্ধশিরে উঠে পত্র ফুল ফলে সাজি।

(৩)

শূন্যে উড়ে যায় পাখী বিবিধ বরণ
ধরাতলে দলে দলে চরে পশু পাল ;
তটিনী নির্ঝর বহি যায় অনুক্ষণ,
ঘুরে ফিরে ঋতুগণ আসে চিরকাল।
উচ্চ গিরি হয় কত মগ্ন সিন্ধুনীরে,
জলধি ভেদিয়া অদ্রি উঠে ধীরে ধীরে।

(৪)

কেন ফুল ফুটে, গাছে কেন ফল ধরে,
কেন রবি শশী হাসে সুনীল আকাশে ?
কেন ছোট ছেলেগুলি ছুটা ছুটি করে
কেন বা হিল্লোল উঠে মর্ম্মর বাতাসে ?
দেখি এই ব্রহ্মতেজ সৃষ্টির ভিতরে
পূজিত প্রকৃতি লোকে বিস্মিত অন্তরে।

(৫)

সত্য সত্য কহে কথা জড় ভূতগণে,
কুসুমিত তরুকুঞ্জ হাসে প্রেমভরে;
পবনে বাজায় বংশী গহন বিজনে,
নাচায় তরঙ্গ মালা গভীর সাগরে।
ভাবুক প্রেমিক কবি আদিম মানব,
তাই সে সভয়ে পূজা করিত এ সব।

অজ্ঞানানন্দ

(১)

অনন্তের প্রশান্ত হৃদয়ে,
নির্ব্বাণের নিভৃত নিলয়ে,
ভুলিয়া উপাধি নাম, দেশ কাল জাতি ধাম,
ঢালি দি এ ক্ষুদ্র প্রাণ মহাপ্রাণময়ে,
মিশে থাকি একাকার হয়ে।

(২)

কেন হেন হয় অভিলাষ?
অনন্ত কি শান্তির আবাস?

তাই হবে, নৈলে প্রাণ চাহে কেন বার বার
সে দেশে যাইতে ;
দেহরূপ কারাগারে, সীমাবদ্ধ এ সংসারে
পারে না থাকিতে।

(৩)

আছে যার আদি অন্ত তাহে মন মজে না,
অসীমের পানে চাহি রয় ;
অনন্ত জীবননদী, বেগে ধায় নিরবধি,
অনন্ত নিয়তি তার প্রতিরোধ মানে না,
অনন্তে হইতে চাহে লয়।

(৪)

অজ্ঞাত অপরিচিত দেশ,
নাহি যথা রবিকর, গ্রহ তারা সুধাকর,
অনন্ত আঁধার রাশি ধরি ভীম বেশ
গ্রাসিয়াছে অসীম অম্বর ;

(৫)

দেখিতে শুনিতে যাহা পারি বুঝিবারে,
কিম্বা আছে যার দীর্ঘ প্রস্থ অন্ত রেখা ;
নিরখিলে সে সকল, নাহি হয় কৌতূহল,
বিরাজিছে তারা ক্ষুদ্র বুদ্ধির প্রাকারে;
তাহাতে যা দেখিবার হইয়াছে দেখা।

(৬)

যাইনি যে দেশে, নাহি চিনি যার পথ,
আমি যাব সেই খানে ;
বুঝি না যাহার তত্ত্ব, নিগূঢ় গভীর অর্থ,
তাহাতেই হবে মম পূর্ণ মনোরথ
জ্ঞানালোক পাইব অজ্ঞানে।

(৭)

আকাশের পাখী যথা সঙ্কীর্ণ পিঞ্জরে
কিম্বা অন্ধকূপবাসী মীন ;
পেয়ে বাধা অবিশ্রান্ত, প্রতি পদে হয় ক্লান্ত,
পলাইতে চাহে মুক্ত অনন্ত গগনে,
ব্যাকুল অন্তরে পথ খোঁজে অনুদিন ;—

তেমনি মানব আত্মা সসীম জগতে
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হয় বিচলিত প্রাণ ;—
দেখে সব পুরাতন, অবিশেষ সাধারণ,
তাই শেষে যেতে চায় অজানিত পথে,
অনন্ত আঁধারে যথা অনাদি নিদান

(৯)

বাহিরে নাহিক কিছু, সকলি ভিতরে,
আবরণে ঢাকা যেন রতনের খনি,

অব্যক্ত অজ্ঞেয় জ্ঞান, মহাশক্তি মহাপ্রাণ,

জলদগ্নি শিখা প্রায় জলে অভ্যন্তরে;

অন্ধকার মাঝে যথা জলে স্পর্শমণি।

(১০)

প্রাণে প্রাণে আছি গাঁথা আমি তার সনে রে

বুঝিনু নিশ্চয়;

ইলে কেন তার পানে, দিবা নিশি প্রাণ টানে,

শিশু যথা ছুটে যায় জননী সদনে রে

কিছুতেই নাহি পায় ভয়।

(১১)

চিনি না সে ধনে আমি কিরূপ কেমন,

কিবা তার স্বরূপ প্রকৃতি;

কিন্তু থাকি অন্ধকারে, ডাকে যেন বারে বারে,

ইঙ্গিতে আমারে করে প্রীতি সম্বোধন,

জাগাইয়া অতীতের স্মৃতি।

(১২)

যাইব স্বদেশে আর রব না এখানে,

পশিব দিগন্তব্যাপী আঁধার সাগরে;

চড়িয়া সমাধি রথে, অনন্ত জীবনপথে

ধাইব অনন্তকাল এ অনন্তের পানে;

দেখিতে দেখিতে যত ভকত অমরে।

অনন্তের প্রেমবক্ষে অনন্ত মিলনে,
রহিব অনন্তকাল সাধুগণ সনে

সরল বিশ্বাস।

(১)

কেন হায় সভ্যতার কুটীল বিজ্ঞান
কঠোর করিল মোর কোমল হৃদয় ;
সার-তত্ত্ব পরিহরি, বাহ্য আবরণ ধরি,
আকাশ ভোজন করি বাঁচে কি পরাণ ?
বিচারের শেষ ফল কি রে ছায়াময় ?
নিয়ন্তার নিয়ন্তৃত্বে বিশ্বাস না হয় ;
নিয়মের পদতলে লইনু আশ্রয়।

(২)

এত নহে জ্ঞান, ঘোর মায়ার বিকার,
জড় ভূতে ধরি যেন ঘুরায় আঁধারে ·
দৃশ্যমান বিশ্বরাজ্য, ইন্দ্রিয় গোচর কার্য্য,
এই কি বিচার্য্য বস্তু সিদ্ধান্তের সার ?
তবে কি পাব না আমি কারণ আধারে ?

কর্ত্তা নাই ক্রিয়া মাত্র আছে এ সংসারে,
এই ভেবে কেহ স্থির থাকিতে কি পারে?

(৩)

আকাশের পটে রবি শশী তারাদল,
ধরাতলে বনরাজী সাগর ভূধর;
মেঘে বিজলীর ছটা, বিচিত্র বরণ ঘটা,
বন উপবনে তরু লতা ফুল ফল;
অনিল সলিল স্রোত বহে নিরন্তর।
নেহারি এ সব কেন আমার অন্তর
থাকে স্পন্দহীন, নাহি হয় ভাবান্তর।

(৪)

হইতাম যদি হায় অজ্ঞান সরল
স্বভাবের পুত্র যথা আদিম মানব;
ফিরিতাম বনে বনে, একাকী আনন্দ মনে,
থাকিত সহজ জ্ঞানে হৃদয় নির্ম্মল;
সর্ব্বভূতে দেখিতাম স্রষ্টার গৌরব।
হেরি তাঁর আবির্ভাব অতুল বিভব
পূজিতাম প্রকৃতিরে হইয়া নীরব।

(৫)

কিম্বা বেদপরায়ণ ঋষিদের মত
পড়িতাম যদি প্রকৃতির বিদ্যালয়ে;

বসি হিমালয় শিরে, সরস্বতী নদীতীরে
শিখিতাম অভিনব তত্ত্বজ্ঞান কত
স্বভাবের দেবতার অনুগত হয়ে।
ঢাকিয়া রাখিল জ্ঞান যদি জ্ঞানময়ে,
জীবন ধরিব তবে বল কারে লয়ে।

প্রেম নিরাকার।

(১)

কোথায় লুকাল হায় সে সুন্দর মুখখানি,
ঝরিত নিয়ত যাহে বীণা-বিনিন্দিত বাণী,
সলজ্জ মধুরতর, হাসিমাখা ওষ্ঠাধর
ফুটন্ত নয়ন দুটী কুসুম কোমল
স্নেহরসে বিগলিত প্রেমে ঢল ঢল।

(২)

হায় সে কুন্তলরাশি নবজলধর প্রায়,
পরশে আঘ্রাণে যার প্রাণগ্রন্থি খুলে যায়,
হাসির বিজলী হার, নিরখিয়া অঙ্গে তার
ভাবিতাম কেশদাম হাসির প্রভায়
আহ্লাদে গলিয়া লুটাইয়া পড়ে পায়।

(৩)

যে শীতল বক্ষোপরি তাপিত মস্তক রেখে
বদন কমল পানে চাহিতাম থেকে থেকে ;
কোথা সে আরাম স্থান, যথা জুড়াইত প্রাণ,
হায় আমি নিরাশ্রয় হারাইয়া তায় ;
দশদিক্ অন্ধকারে ঘিরেছে আমায়।

(৪)

প্রেমও কি ডুবে গেল কালের আঁধারে ?
তবে কি স্বপন আমি দেখিনু সংসারে ?
কাটিয়া আমার মায়া, শ্মশানের প্রিয়ার কায়া
জ্বলন্ত অনলে পুড়ে গেছে একেবারে,
সেই সঙ্গে হায় আমি হারাব কি তারে ?

(৫)

তা কি হয় ? কভু নয়, প্রেম চিরদিন রয়
অমর সে ধন, অনলে কি তাহা জ্বলে ?
তা হইলে যোগীজনে অসঙ্গ উদাসী মনে
হরি নিরঞ্জনে কেন প্রেমময় বলে ?

(৬)

কালের আঁধার তলে, অনন্ত জলধিজলে
বিলীন হয়েছে দেহ জন্মের মতন :
পাব না দেখিতে তার, নয়নে সে রূপ আর,
স্মৃতির দর্পণে মাত্র হয় দরশন ।

(৭)

মুখ নাই, চক্ষু নাই, তা বলে কি প্রেম নাই ?
ফুরাইয়া যায় ভালবাসা কি কখন ?
প্রেমের অনন্ত হাসি, আলিঙ্গন দিবে আসি,
কহিবে প্রেমের মুখ নীরবে বচন ;
প্রেমনয়নের দৃষ্টি, করিবে অমিয় বৃষ্টি,
কভু ঘুচিবে না এ প্রাণের আকর্ষণ :
প্রাণের ভিতরে আছে প্রেমের মিলন।

(৮)

তপনের তাপে ফুল শুকাইয়া যায়,
কিন্তু গন্ধ থাকে রূপান্তরে ;
তেমনি কালের গ্রাসে শরীর মিলায়,
হাসি থাকে প্রেমের ভিতরে ;
মুখ নাই হাসি আছে পরাণে লাগিয়া
চক্ষু নাই দৃষ্টি আছে নিয়ত চাহিয়া।

তত্ত্বজ্ঞান।

(১)

কোথা সেই ভগবান খুঁজিয়া না পাই
অজ্ঞেয় ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় অগোচর ;

আমি কর্ত্তা আমি ধনী, দিবা নিশি এই ধ্বনি
কাণে শুনি, আমি ছাড়া কৈ কিছু নাই !—
আপনারে দেখি নিরন্তর।

(২)

যে দিকে ফিরাই আঁখি নিরখি আমায়,
আমারি গৌরব সমুদায় ;
যৌবন সম্পদ মান, দেহ গেহ ধন প্রাণ,
আমার ঐশ্বর্য্য কীর্ত্তি যথায় তথায় ;
অন্য কিছু দেখা নাহি যায়।

(৩)

কত যে প্রকাণ্ড আমি কিছুই না জানি,
সবে গায় মহিমা আমার,
যে দিকে যখন চাই, আমাকে দেখিতে পাই,
দেশে দেশে শুনি মোর গুণের কাহিনী ;
অতএব আমি মাত্র সার।

(৪)

কই তবে তুমি, বল কোথা তব স্থান ?
আমারি ত সব অধিকার।
থাক যদি দেও দেখা, নৈলে মাত্র আমি একা,
স্বয়ং সিদ্ধ, হাতে হাতে হইল প্রমাণ ;
নিজে প্রভু আমি আপনার ।

উত্তর।

এই কি সিদ্ধান্ত শেষ হইল তোমার,
হে মানব, অন্ধবুদ্ধি আত্মজ্ঞানহীন?
মিছে তব আড়ম্বর, কোথায় তোমার ঘর,
ভেবে কি দেখেছ কভু করিয়া বিচার?
মূলেতেই ভুল তুমি কর চির দিন।

বাহিরে দেখিয়া নিজ সম্পদ বিভব
জাতি কুল নাম ধাম ধন জন মান;
ভাবিয়াছ মনে মনে, তুমি সিংহ এই বনে,
শুনিতে পাও না কাণে আর কোন রব
আত্মহারা হয়ে মোর করিছ সন্ধান।

বহির্ম্মুখ পথ ছাড়ি চল অভ্যন্তরে,
আপনার অন্তরালে পাইবে আমায়;
তব জ্ঞান ইচ্ছা প্রীতি, ক্ষমা দয়া ধর্ম্ম নীতি
আমারি আভাস প্রকাশিত নামান্তরে;
অনন্ত সাগরে জলবুদ্বুদের প্রায়।

আত্মানুসন্ধানে অনুরাগী যেই জন,
সেই জানে এক ভিন্ন নাহিক দ্বিতীয়

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, ভেদ জ্ঞানে ঘটে দ্বন্দ্ব,
আমায় করিতে যদি চাহ দরশন
হও তবে আত্মারাম যোগী যোগপ্রিয়।

সৃষ্টিপ্রকরণ।

(১)

সৃষ্টির প্রথমে ছিল অনন্ত আকাশ
রবি শশীহীন ঘন তিমির আবাস ;
মানবের অগোচরে, আঁধারের অভ্যন্তরে,
করিলা বিধাতা একা বিশ্বের সৃজন ;
বুদ্ধির অগম্য তাঁর সৃষ্টিপ্রকরণ।

(২)

আঁধার জননী গর্ভে জনমে সন্তান,
পিতা মাতা নিজে তার না পায় সন্ধান ;
সুন্দর সুঠাম ধরি, গর্ভবাস পরিহরি
যখন সে দেয় দেখা বাহিরে আসিয়া,
তখন সকলে দেখে অবাক হইয়া।

(৩)

মাটীর ভিতরে বীজ হয় অঙ্কুরিত,
লোকচক্ষে তত্ত্ব তার নহেক বিদিত ;

কালে যবে পত্রদলে, শাখা কাণ্ড ফুল ফলে
সাজিয়া দাঁড়ায় ধরি বৃক্ষের আকার ;
জুড়ায় নয়ন হেরি অপরূপ তার।

(৪)

বিকাররহিত শান্ত অন্তর আকাশে
সুবিমল চিন্তারবি মৃদু মৃদু হাসে ;
পরিণামে তাহে হয়, অবনী আলোকময়,
অজ্ঞান আঁধার দূরে করে পলায়ন ;
কিন্তু গুপ্ত রহে তার আদি বিবরণ।

(৫)

স্বভাবের পুত্র যত নিরীহ সুদীন,
সহজ সরল আত্মা বিকারবিহীন ;
তাদের নীরব প্রাণে, গভীর মধুর তানে,
বাজে অনাহত ভেরী জগত পিতার,
প্রতিধ্বনি উঠে প্রতি হৃদয়ে তাহার।

(৬)

এ সব রহস্য কথা অতীব সুরম্য,
কিন্তু গুপ্ত চির দিন জ্ঞানের অগম্য ;
বিশ্বশিল্পী যাদুকর, অশেষ গুণসাগর,
সকলি করেন তিনি একাকী গোপনে ,
মূল তত্ত্ব ঢাকা অন্ধকার আবরণে।

সুখী পরিবার।

(১)

আহা কিবা মনোহর প্রিয়দরশন !
কুসুম স্তবক প্রায়, মিলে সবে গায় গায়,
প্রাণে প্রাণে গাঁথা প্রিয় আত্মীয় স্বজন,
সুখী পরিবারে করে জীবন যাপন।

(২)

পতিপাশে সতী, যেন অভেদ মূরতি,
যুগল মিলন বেশে, স্নেহভরে প্রেমাবেশে
পালন করিছে দোঁহে সন্তান সন্ততি ;
কানন মাঝারে যথা বিহগ দম্পতি।

(৩)

ভাই ভগ্নী দুটী যেন স্নেহের পুতলি,
কত ভালবাসে তারা, আপনারে হয়ে হারা,
স্বার্থ সুখে একেবারে দিয়ে জলাঞ্জলি ;
এক বৃন্তে যথা দুই কুসুমের কলি।

(৪)

সন্তানবৎসলা মাতা প্রসন্ন বদনা,
গৃহলক্ষ্মী গুণবতী, সদাচারা [illegible]
গৃহধর্ম্ম নিত্যব্রত করেন সাধনা ;
তেয়াগিয়া নিজসুখ বিলাস কামনা।

(৫)

বক্ষে পুত্র কন্যা, হস্তে স্বামীর চরণ,
সেবায় উপজে সুখ, তাই সদা হাসি মুখ,
নিজে অনাহারে থাকি করায় ভোজন ;
চির প্রেমব্রতে ঢেলে দিয়েছে জীবন।

(৬)

বিধাতার প্রতিনিধি পিতা জ্ঞানবান্,
মাথার উপরে তাঁর, সংসারের গুরুভার,
গম্ভীর প্রশান্ত মনে করেন ধেয়ান ;—
কেমনে কর্ত্তব্য কর্ম্ম হবে সমাধান।

(৭)

সদা সাবধান পোষ্য পালনের তরে ;
গৃহস্থ প্রধানে থাকি, নিজ অন্তরালে ঢাকি,
রাখেন আপন জান টাকার উপরে ;
সহধর্ম্মিণীর সাথে ব্যাকুল অন্তরে।

(৮)

পুত্র কন্যাগণ পিতা মাতার অধীন ;
ইঙ্গিতে বুঝিতে পারে, কি করিতে হবে কারে,
সুশিক্ষায় সংযত হয় দিন দিন ;
নহে কেহ কারো প্রতি মমতাবিহীন।

(৯)

অতিথি ভিখারী কিম্বা অনাথ বিপন্ন
শ্রান্ত হয়ে অনাহারে, যদি কেহ আসে দ্বারে,
সুখী পরিবার তার মুখে দেয় অন্ন ;
যথা সাধ্য করে সেবা বাসনা সম্পন্ন ।

(১০)

মূর্ত্তিমান প্রেম যেন বিরাজে তথায়,
নাহি অশান্তির লেশ, ঘৃণা নিন্দা হিংসা দ্বেষ,
দাস দাসী পুরবাসী শান্তিগীত গায় ;
স্বয়ং ভগবান্ সুখী তাদের সেবায় ।

(১১)

দিনান্তে নিশান্তে যবে মিলিয়া সকলে,
বসিয়া পূজার ঘরে, ডাকে দেব মহেশ্বরে,
প্রণিপাত করে তাঁর চরণকমলে,
হেরিলে সে শোভা হিয়া ভাসে আঁখি জলে ।

সৎ সাহস ।

(১)

কিসের ভাবনা ভয়, সত্যের হইবে জয়,
বলেছেন দয়াময়, বিভূ প্রাণাধার ;

বিশ্বাসে নির্ভর করি, ভয় চিন্তা পরিহরি,
তাঁর পদ বক্ষে ধরি হব ভবে পার।

(২)

শুনেছি বিশ্বাসবলে অটল পর্ব্বত টলে,
অন্ধ দেখে খঞ্জ চলে, মৃতে প্রাণ পায় ;
বিশ্বাস আমার বল, জ্ঞান ধন অন্ন জল,
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ ফল বিপদে সহায়।

(৩)

ব্রহ্মকৃপাহিকেবল, জীবন সম্বল বল,
বল বল দৈববল, জানিয়াছি সার ;
তাঁহার চরণে প্রাণ, জাতি কুল ধন মান,
করিয়াছি বলিদান, ভাবনা কি আর।

(৪)

যিনি জগতের স্বামী, কল্পতরু অন্তর্যামী,
তাঁহারে দিয়াছি আমি জীবনের ভার ;
যাঁহার ইচ্ছায় হয় অন্ধকারে সূর্য্যোদয়,
মরুভূমে জলাশয়, শ্মশানে সংসার।

(৫)

বাঁধি স্নেহলতা পাশে, জননীর গর্ব্ভবাসে,
রাখিলেন অনায়াসে যে প্রভু আমায় ;—
রচিলেন মাতৃস্তন, অমৃতের প্রস্রবণ ;
তিনি মোর প্রাণ মন জীবন উপায়।

(৬)

ছিন্ন করি মায়া পাশ, ত্যাজি স্বার্থ অভিলাষ
হয়ে তাঁর ক্রীতদাস কাটাব জীবন;
থাকিতে এ দেহে প্রাণ, দিব না হৃদয়ে স্থান
অহঙ্কার অভিমান পাপ প্রলোভন।

(৭)

অসার সুখের তরে, বিলাস বাসনা জ্বরে,
জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে অবিশ্বাসী নরে;
বাসনা নির্ব্বাণ করি, বিজয় নিশান ধরি
বদনে বলিব হরি আমি তার স্বরে।

(৮)

চাহিয়া লোকের মুখ, খুঁজিব না বৃথা সুখ,
আশায় বাঁধিয়া বুক রব সত্য পথে;
গাইয়া দয়াল নাম, সাধিয়া তাঁহার কাম,
প্রবেশিব স্বর্গধাম চড়ি যোগরথে।

সাধুর সুখৈশ্বর্য্য।

ছিন্ন কন্থাধারী পথের ভিখারী
সর্ব্বত্যাগী হরিদাস;

বিহঙ্গের মত ভ্রমে ইতস্ততঃ
তরুতলে করে বাস।
রোগে অনাহারে দারিদ্র্য প্রহারে
বাহিরায় যদি প্রাণ;
তবু কেহ তায় ডেকে না সুধায়,
নাহি করে জলদান।
প্রীতি সম্ভাষণে মধুর বচনে
কেহ নাহি তোষে তারে;
নীরবে একাকী রাখে দুঃখ ঢাকি
নাহি বলে কিছু কারে।
নাহিক তাহার গৃহ পরিবার
অশন বসন ধন;
তবু মুখে হাসি ঝরে সুধারাশি,
প্রেমে বিগলিত মন।
আবার যখন মুদিয়া নয়ন
একতন্ত্রী করে লয়ে,
ধায় নিরঞ্জনে বসিয়া বিজনে
যোগে সমাহিত হয়ে;
হৃদয়ে তখন করে দরশন
চিদানন্দ প্রাণারাম;—

তাহার ভিতরে বিশ্ব চরাচরে
চিন্ময় অমর ধাম।
সমাধি সম্ভোগে মহাভাবযোগে
চিরসুখী ভক্তপ্রাণ;
আকাশে বসিয়া অনন্তে মিশিয়া
করে প্রেমরস পান।
প্রেমাঞ্জনে মাখি খুলে যোগ আঁখি
যখন বাহিরে চায়;
দেখে প্রেমময় বিশ্ব সমুদয়
হাতে হাতে স্বর্গ পায়।
বসি গিরিশিরে, তটিনীর তীরে
কুসুমিত কুঞ্জবনে
দেখে নীলাকাশ যেন চিদাবাস
খচিত অমরগণে।
সন্ধ্যা সমীরণ করিয়া সেবন
আনন্দ হিল্লোলে ভাসে;
প্রকৃতির সঙ্গে মাতি নানা রঙ্গে
পাগলের মত হাসে।
প্রকৃতি সুমতী সতী গুণবতী
ভকত অতিথি জনে;

বহু সমাদরে পরিচর্য্যা করে
রাখে নিজ নিকেতনে।
ভকতজীবন সুখের যেমন
এমন কি আছে আর;
ধর্ম্ম অর্থ কাম সুখ মোক্ষধাম
কর কবলিত যার।

সম্পূর্ণ।